KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট
Collection : KLMLGK	Publisher : সাহিত্য-সেবক-সমিতি
Title : প্রয়াস	Size : 5" x 7.5" 12.70 x 19.05 c.m.
Vol. & Number : ১/১০ ১/১১ ১/১২	Year of Publication : অক্টোবর ১৮৯৯ নভেম্বর ১৮৯৯ ডিসেম্বর ১৮৯৯
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

মিঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রণীত ও প্রকাশিত

হিন্দুশাস্ত্র	১ম খণ্ড	৫৲
ঐ	২য় খণ্ড	৫৲
বঙ্গবিজেতা		১৷৷০
মাধবীকঙ্কণ বা যমুনায় বিসর্জ্জন		১৷৷০
রাজপুত জীবনসন্ধ্যা		১৷৷০
মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত		১৷৷০
সংসার		১৷৷০
সমাজ		১৷৷০

পুস্তকগুলি উত্তম কাপড়ে বাঁধাই, ভাল বিলাতী কাগজে ছাপা ও গ্রন্থকারের প্রতিমূর্ত্তি সহিত।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মনোমোহন লাইব্রেরি, ২০৫ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মেসার্স বি, ব্যানার্জি, এণ্ড কোং, ২৫কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
ক্যানিং লাইব্রেরি, ৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মেসার্স এস্ কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট।
মেসার্স এস, সি, বসু এণ্ড কোং ৭৯।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচক।

প্রথম বর্ষ। নবেম্বর, ১৮৯৯ সাল। একাদশ সংখ্যা।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া।

এত দিন পরে পড়েছে কি মনে
দিদি তব ছোট ভাইটারে;
আসিয়াছ তাই স্নেহমাখা মুখে
বরষিতে আশীর্ব্বাদ শিরে।
এস এস দিদি, কর আশীর্ব্বাদ,
দুর্ব্বাধান দাও শিরোপরে;
গলায় দুলায়ে দাও ফুলহার
তাম্বুল গুবাক দুই করে।
ললাটে আঁকিয়া দাও ধীরে ধীরে
চুয়া চন্দনের দুটী ফোঁটা;
স্নেহময় তব অমিয় আশিসে
যমের দুয়ারে পড়ে কাঁটা।

তোমার আশিস্ ধারা বরষিছে শিরে,
পুণ্যাসার হ'তে সুরলোক;
অতীতের অন্ধকার যেতেছে টুটিয়া
পেয়ে প্রাণে স্নেহের আলোক।
শৈশব জীবন মম উঠিছে জাগিয়া
হেরে তব স্নেহময় মুখ,
করুণ নয়ন হ'তে কিরণ ফুটিয়া,
বিতরিছে অভিনব সুখ।

মনে পড়ে দিদি সেই ছেলে খেলা যত,
তোমার রচিত খেলাঘর;
বসিয়ে আপন সাধে কত কি ব্যঞ্জন,
রাঁধিতে গো হরষ অন্তর।
সাজাতে পুতুলগুলি, খাওয়াতে তা'দের,
কভুদিতে তা'দের বিবাহ;
যেতাম তোমার সাথে ফুল তুলিবারে,
খেলিতাম দোঁহে অহরহ।

সাজান সে খেলাঘর যদি আমি কভু,
করিতাম উলট পালট ;
তোমার বকুনি শুনে, অমনি আমার
ফুলিয়া উঠিত দু'টী ঠোঁট।
যেতাম মায়ের কোলে, সস্নেহ চুম্বনে
মা আমায় করিত সান্ত্বনা ;
তুচ্ছ খেলা লয়ে দিদি আমার কারণে
মা'র কাছে খাইতে লাঞ্ছনা।
হয়তগো অভিমানে নয়নের কোণে,
দেখা দিত দু'টী মুক্তাফল ;
মায়ের করুণ প্রাণ যাইত গলিয়া,
মুছে দিত নয়ন সজল।
শৈশব মূরতি তব রহিত ফুটিয়া,
আলো ক'রে আমাদের ঘর ;
মুখের খাবার দিতে তুলিয়া আমায়
করে কত সস্নেহ আদর।
আজ আনিয়াছ দিদি সামগ্রী সম্ভার,
দিতে মোরে স্নেহ উপহার ;
তা'র চেয়ে স্নেহভরা হ'বে কি ইহারা
তা'র চেয়ে হবে কি সুতার ?

তখন ভগিনী-স্নেহ ছিল মূর্ত্তিমান,
চোকে চোকে রাখিতে আমায় ;
কৃত্রিম জননী-স্নেহ কল্পিত বিরাজ
পুতুলের কৃত্রিম মায়ায়।
সে খেলা সমাপি' গেলে পতির আলয়
হ'লে তাঁর জীবন সঙ্গিনী ;
স্নেহময়ী দিদি তুমি আমাদের ঘরে,
সে ঘরের হইলে গৃহিণী।
সুকৃতির ফলে তব, বিধির কৃপায়,
কোলে পেলে সন্তান সন্ততি ;
জননীর স্নেহ বহে প্রবল হইয়া,
রুধিয়া ভগিনী-স্নেহ গতি।
আরো কত নবস্নেহ আসি ধীরে ধীরে,
করিবে হৃদয় অধিকার ;
পুরাতন স্নেহগুলি হ'য়ে যাবে ম্লান,
ঢাকিবে তা'দের অন্ধকার।
নয়নের অন্তরাল হ'লে কিছু দিন,
ভুলে থাকা জগতের রীতি ;
অভিজ্ঞান চিনাইয়ে দেয় তাই প্রাণে,
ভুলে থাকা অতীতের স্মৃতি।
তাই বুঝি দিদি আজ তোমার পরাণে
জাগিয়াছে ভগিনীর স্নেহ ;
মনে পড়ে গেছে বুঝি ছোট ভাইটারে
মনে পড়ে গেছে পিতৃ-গেহ।
তাই বুঝি স্নেহসুধা বরিষণে আজ
প্রাণে সাধ গিয়েছে তোমার ;
তাই বুঝি পরাইলে স্নেহমাখা মুখে
আজি এ আশিস্ ফুলহার।

মানস তমস হর আশিস্-মালায়
উজলিত আমার হৃদয় ;
নন্দন কবিতাকুঞ্জে সুরবালা করে
সুরচিত শ্লোক সুধাময়।

তোমার আশিস্-ধারা বরষিছে শিরে
সুমাসার হতে সুরলোক,
অতীতের অন্ধকার যেতেছে মিলায়ে,
পেয়ে প্রাণে স্নেহের আলোক।
শৈশব জীবন মম উঠেছে জাগিয়া,
হেরে তব স্নেহময় মুখ ;
করুণ নয়ন হতে কিরণ ফুটিয়া
ঢালিতেছে অভিনব সুখ।

যুদ্ধ নীতি।

পাঠক! ক্ষমা করিবেন, আমরা একটু সে কাল সম্বন্ধে আত্ম-গরিমায় প্রবৃত্ত হইতেছি ; আমাদের উদ্দেশ্য যুদ্ধ করা নহে কিম্বা যুদ্ধ-নীতি শিক্ষা দেওয়া নহে, কিন্তু সে কাল ও একালের যুদ্ধ নীতির তুলনা করা মাত্র। মহর্ষি মনুর সময়ে আর্য্য সমাজ কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা এই তুলনা হইতে কথঞ্চিৎ বুঝা যাইবে। মনু কহিয়াছেন :—

এবং বিজয়মানস্য যেঽস্য স্যুঃ পরিপন্থিনঃ।
তানানয়েদ্বশং সর্ব্বান্ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ ॥
যদিতে তু ন তিষ্ঠেয়ুরুপায়ৈঃ প্রথমৈস্ত্রিভিঃ।
দণ্ডেনৈব প্রসহ্যৈতাঞ্ছনকৈর্ব্বশমানয়েৎ ॥ মনু ৭।১০৭।৮

যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিবে, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারি উপায়ের দ্বারা তাহাদিগকে বশে আনিতে হইবে। যদি প্রথমোক্ত ত্রিবিধ উপায়ে শত্রু না স্থির হয়, তবেই যুদ্ধ করা বিধেয়। যুদ্ধ অতীব প্রশস্য বলিয়া যদিও স্মার্ত্তশাস্ত্রে কীর্ত্তিত, তথাপি ভগবন্মনুর উপদেশ—প্রথমে সাম, দান ও ভেদ চেষ্টা করিতে হইবে। সাম অর্থাৎ প্রিয় বাক্যাদি ভদ্রোচিত ব্যবহার ; দান অর্থাৎ ধনরত্নাদি দান ; ভেদ অর্থাৎ বন্ধুবিচ্ছেদ ইত্যাদি এই সকল উপায়ে সফল না হইলে

যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। একালেও ঠিক্ ঐ প্রকার একটী নিয়ম আছে। ১৮৪৬খ্রীঃ অব্দে পারিস নগরের কংগ্রেসে স্থির হয় যে যোদ্ধৃ-পক্ষেরা যুদ্ধের পূর্ব্বে কোনও মধ্যবিৎ বন্ধু বা নিঃস্বার্থ সম্রাট দ্বারা বিবাদের মীমাংসা করিয়া লইবেন এবং এই নিয়মই সভ্যজাতি মাত্রেই গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। সেকালে যে মধ্যস্থ মীমাংসা প্রচলিত ছিল, তাহা স্মৃতি শাস্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় না বটে, কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রে প্রসঙ্গানুক্রমে উদাসীন রাজার দ্বারা মীমাংসার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যুদ্ধ ঘোষণা—সে কালে যুদ্ধারম্ভেই যুদ্ধ ঘোষণার অভিপ্রায়ে দূত প্রেরণ রীতি ছিল ; এই রীতি অতি উন্নত সভ্য সমাজের লক্ষণ ; কিন্তু ইয়ুরোপ খণ্ডেও এপ্রকার উন্নত রীতির লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ব্যবহার শাস্ত্র-বেত্তা সুপণ্ডিত ব্লাক্‌ষ্টোন বলিয়াছেন যে স্বদেশমধ্যে কোনও প্রধান নগরে বা রাজধানীতে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেই যথেষ্ট। স্বরাজ্যে যুদ্ধ করার নিয়ম প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু শত্রু পক্ষকে সংবাদ না দিয়া হঠাৎ আক্রমণ করা নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার। যাহাই হউক আধুনিক ইতিহাসে এই প্রথা প্রচলিত না থাকার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ১৮৫৪ খৃঃঅব্দে ইংলণ্ড ও রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে লণ্ডনের রয়াল এক্‌স্‌চেঞ্জ নামক অট্টালিকায় ঘোষণাপত্র পঠিত হয়, রুশরাজকে কোনও সংবাদ দেওয়া হয় নাই। এস্থলে প্রাচীন গ্রীশের কথা একবার স্মরণ করা আবশ্যক। এতদ্দেশে দূত প্রেরণ করার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল এবং তন্নিকটবর্ত্তী ইটালিয়ান জাতি এইনিয়ম অনুসরণ করিত না বলিয়া ইহাদিগকে তৎকালীন সভ্যসমাজের বহির্ভূত করা হইয়াছিল।

যুদ্ধে অন্যায় অত্যাচার বিধেয় নহে। একান্ত আবশ্যক না হইলে বিজিত পক্ষের উপর কোনওপ্রকার অত্যাচার করা উচিত নহে। এই

নিয়ম মহর্ষি মনুর সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিত আছে। বাস্তবিক এই নিয়ম চলিত না থাকিলে প্রতি যুদ্ধেই যে কত ক্ষতি হইত তাহা অনির্ব্বচনীয়। ইংরাজ-যুদ্ধ-শাস্ত্র মতে জল ও খাদ্য দ্রব্য বিষাক্ত করা অন্যায়। কিন্তু অন্যান্য উপায় সকল অগর্হিত, যথা—জলে ও খাদ্যদ্রব্যে অপদ্রব্য মিশ্রণ ও পানাহারের অনুপযুক্ত করা—এই প্রথা স্মার্ত্তমতে বা আধুনিক রীত্যনুসারে অন্যায় নহে—

"Any other means or instruments of destruction are legitimate, including the cutting off of water supplies, and the mixing with water of substances which evidently make it undrinkable."

(French Manual 1884, p. 13.)

মনু কহিয়াছেন :—

উপরুধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রঞ্চাস্যোপপীড়য়েৎ।
দূষয়েচ্চাস্য সততং যবসান্নোদকেন্ধনম্॥
ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারপরিখাস্তথা।
সমবস্কন্দয়েচ্চৈনং রাত্রৌ বিত্রাসয়েৎ তথা॥

বিষাক্ত শস্ত্রাদি বা যে সকল শস্ত্র অনর্থক কষ্টদায়ক সে সকল ব্যবহারও এক্ষণে গর্হিত বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ঠিক ইহাই স্মার্ত্তশাস্ত্রের উপদেশ। মনু কহিয়াছেন :—

নকূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানোরণে রিপূন্।
ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ॥মনু ৭। ৯০॥

কূটশস্ত্র অর্থাৎ বহির্কাষ্ঠাদিময় কিন্তু অন্তর্গুপ্ত নিশিত শস্ত্রাদি যুদ্ধে অব্যবহার্য্য। কর্ণ্যাকার শস্ত্রাদি অর্থাৎ যে শস্ত্রের ফলকাদি বক্র ও শরীরে প্রবিষ্ট হইলে বহিষ্কৃত করা দুরূহ, দিগ্ধ অর্থাৎ বিষাক্ত ও

অগ্নি প্রদীপ্ত তেজন শস্ত্র সকল যুদ্ধে অব্যবহার্য্য। পাঠক দেখিবেন সে কালে কোনও প্রকার অগ্নিদীপ্ত তেজোময় শস্ত্র ছিল বটে, কিন্তু সে সকল যুদ্ধে অব্যবহার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু আজিকার সভ্যতায় সে দয়াপ্রকাশের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদিগের যে সকল উপায় প্রদর্শন করিতেছে, আমরা তাহার সহকারে বিজ্ঞানের দ্বারা অনুপকৃত অসভ্যজাতিদিগকেও উৎপীড়িত করিতে ত্রুটী করি না। এতদ্ভিন্ন অন্য অনেক উপায় অধুনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যে সকল উপায় স্মৃতিশাস্ত্রে গর্হিত বলিয়া উল্লিখিত আছে। পলাতক বা নিরস্ত্র যুদ্ধবিমুখ সৈন্যের বধও নিন্দিত। মনু কহিয়াছেন :—

ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনং।
ন সুপ্তং নবিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।
নাযুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্॥
নায়ুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্ত্তং নাতি পরীক্ষিতম।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥

ক্রসেলস্ নামক নগরীতে ১৮৭৪ সালে যে সম্রাটসভা হয় তাহাতে স্থির হয় যে বিষাক্ত শস্ত্রাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ। যুদ্ধদর্শক অথবা যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত, নিরস্ত্র, আত্মরক্ষার উপায়বিহীন, ও তবাস্মীতি বাদী ব্যক্তিগণ অবধ্য। বিপক্ষের ধন ধান্যাদি বিনষ্ট করাও নিন্দনীয়। মনুও কহিয়াছেন :—

ক্ষেম্যাং শস্যপ্রদাং নিত্যং পশুবৃদ্ধি করীমপি।
পরিত্যজেন্নৃপোভূমিমাত্মার্থমবিচারয়ন্॥

ক্ষেম্য শস্যপ্রদ বা শস্যযুক্ত ভূমি রাজা বিনষ্ট করিবেন না।

দুর্গাবরোধের বিষয় স্মৃতিশাস্ত্রে কতকগুলি নিয়ম আছে, কিন্তু সে গুলির স্পষ্ট উল্লেখ, অধুনা মুদ্রিত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। স্মার্ত্ত-মতে দুর্গ নানা প্রকার ; যথা—মরুবেষ্টিত বা ধন্বদুর্গ ; ইষ্টক বা পাষাণ নির্ম্মিত মহীদুর্গ, জল বেষ্টিত অব্দুর্গ ; মহাবৃক্ষ কণ্টকগুল্মাদি বেষ্টিত বার্ক্ষ দুর্গ ; চতুর্দ্দিকে হস্ত্যশ্বসেনাদি পরিবৃত নৃদুর্গ ও পর্ব্বতের উপরি-স্থিত গিরিদুর্গ। স্থান বিশেষে এই সকল দুর্গ রচিত হইত। ইংরাজ সভ্যতানুমত যে সকল দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে, সে সকল অপেক্ষা ভারত-বর্ষীয় ইষ্টকাদি নির্ম্মিত দুর্গ গুলি সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। এই সকল দুর্গাবরোধের বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। কেবল সুরক্ষিত নগর ও দুর্গ অবরোধ করা যাইতে পারে। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ব্রুসেল্‌স্ নগরে যে মহাসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে ইউরোপের সকল সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিগণের সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, অরক্ষিত নগর বা দুর্গ সকল অবরোধ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু যে নগর বা দুর্গ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, তাহাকে আক্রমণ, অবরুদ্ধ ও যন্ত্রাদি দ্বারা বিনষ্ট (Bombard) করা যাইতে পারে ; কিন্তু এই স্থলে অবরুদ্ধ নগরীর কর্ত্তব্য যে নগরস্থিত বিদ্যা মন্দির, ধর্ম্মমন্দির, মঠ, বিজ্ঞান ও শিল্পমন্দির সকল চিহ্নিত করিয়া রাখেন, নচেৎ এই সকল স্থান নষ্ট হইলে দেশীয় সভ্যতা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ; কিন্তু এই সকল স্থানে সৈনিকেরা লুক্কায়িত থাকিতে পাইবে না।

যুদ্ধ কালে অসভ্য জাতীয় সেনা ব্যবহার পদ্ধতির উল্লেখ মনু-সংহিতায় পাওয়া যায়, এবং সেই পদ্ধতি এখনও প্রচলিত আছে। মনুসংহিতায় দেখা যায়, যে সেকালে ভল্লযোদ্ধাদিগকে যুদ্ধে সহায়তা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইত। এতদ্ব্যতিরিক্ত বিরাট্, পঞ্চাল, প্রভৃতি দেশ হইতেও সেনাহরণ করা হইত। আধুনিক ইতিহাস পাঠে

অবগত হওয়া যায় যে ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে রুশ ও হঙ্গারীরাজ মধ্যে যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন রুশরাজ ককেশীয় জাতীয় সৈন্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। মার্কিণে ইংরাজ ও ফরাসী রাজ্য মধ্যে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে ফরাসীরা মার্কিণ দেশবাসী অনেক অসভ্যজাতির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুরস্কেরাও ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে সার্ভিয়দিগের বিপক্ষে কতিপয় ককেশীয় এবং বাশীবাজুক নামক জাতির সাহায্য লইয়াছিলেন। গুপ্তহত্যা শাস্ত্রবিগর্হিত এবং আধুনিক কালেও গুপ্তহন্তাদিগকে সমগ্র মানবজাতির শত্রু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়। যুদ্ধবিশারদ পণ্ডিত হালেক বলিয়াছেন ;—"Such an act is now deemed infamous and execrable, both in him who executes and in him who commands, encourages or rewards it." এই সংক্রান্ত ইংলণ্ডের ইতিহাসে একটী উন্নতদৃষ্টান্ত আছে ও এই দৃষ্টান্ত সমস্ত রাজ্যেরই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য এ দৃষ্টান্তটী এই—ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশ মধ্যে ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে যে ভয়ানক যুদ্ধ বিপ্লব হয়, সেই যুদ্ধের সময়ে একজন বিদেশীয় ব্যক্তি আসিয়া তৎকালীন ইংলণ্ডের মন্ত্রীবর মহামতি ফক্স সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করে। অন্যান্য অনেক কথাবার্ত্তার পর এই বিদেশী ব্যক্তি ফক্স সাহেবকে বলেন, যে ইংলণ্ডরাজের যদি আজ্ঞা হয় তবে তিনি মহাবীর নেপোলিয়নকে হত্যা করিয়া তাঁহার মস্তক আনিয়া দিবেন। শুনিবামাত্র মহামতি মন্ত্রীবর তাহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া রাজদ্বারে নীত করেন। রাজাজ্ঞা হয় যে, সেই ব্যক্তিকে ফরাসী দেশের বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হউক ও ফরাসীমন্ত্রী টালীরণ্ডের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা হউক। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই উন্নত আচরণ সকল রাজ্যে অনুসৃত হয় না। স্পেন দেশীয় রাজা ফিলিপ (দ্বিতীয়) ১৫৮৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার

শত্রু উইলিয়ম প্রিন্স্ অফ্ অরেঞ্জকে গুপ্তহত্যা করিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে যুদ্ধসম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে আধুনিক সভ্যতানুমোদিত নিয়মগুলি কতকাংশে স্মার্ত্ত নিয়মের ন্যায় উন্নত বটে কিন্তু অনেকাংশে আধুনিক সভ্যতা তাৎকালিক সভ্যতাপেক্ষা নিকৃষ্টতর। এই বিষয় সম্যক্ বিচার করিতে হইলে প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি হইয়া যায়। বস্তুতঃ এ বিষয় একখানি পুস্তক লেখা যায়। কিন্তু আমরা পাঠককে অধিকক্ষণ অবরুদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না সুতরাং মন্তব্যটী অতি সংক্ষেপে বলিয়া পাঠকের নিকট বিদায় লইলাম।

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়।

লাখপতি বাবু।

লাখপতি বাবু মস্ত বড় লোক—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। সরস্বতীর কৃপা না থাকিলেও, লক্ষ্মী ও গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে জনসমাজে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি; (গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ—যে হেতু উপাধিলাভার্থ অকাতর দানে লাখপতি বাবু কখনই কুণ্ঠিত নহেন।) এককড়ি বাবু অশেষ গুণালঙ্কৃত ও অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হইলেও গৃহস্থ ব্যক্তি, কাযেই এককড়ি বাবু যখন কোনও কার্য্যোপলক্ষে লাখপতি বাবুর বাড়ি গমন করিলেন, লাখপতি বাবু বিশেষ সমস্যায় পড়িলেন, সমস্যা—কি বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা বা সম্ভাষণ করিবেন। এককড়ি বাবুকে "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করিতে তাঁহার লজ্জা ও

অপমান বোধ হয়, হইবারই কথা। আবার "তুমি" বলিয়া অমন একটা বিদ্বান্ ও গুণবান ব্যক্তিকে সম্ভাষণ করাটাও ভাল দেখায় না, বিশেষতঃ তিনি নিজে যখন সরস্বতীর ত্যাজ্যপুত্র। অগত্যা তিনি "আপনি" বা "তুমি" দুয়ের কোনটা ব্যবহার না করিয়া বলিলেন, —"অনেক দিন পরে আসা হ'ল, শরীর গতিক ভাল ত? বাড়ির সব মঙ্গল?" "আজ্ঞে হাঁ, বাড়ির সব মঙ্গল, আমার নিজের বড় অসুখ গিয়াছিল শুনিয়া থাকিবেন"—

লাখপতি বাবু—"তা ত শুনিয়াছিলাম, খুব কাহিলও দেখিতেছি, আমি খবর লইতাম"; (কিন্তু আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি তিনি আদৌ এককড়ি বাবুর বিষয়ে কখনও কোনও খবর লইবার জন্য মাথা ঘামাইতেন না।) "যা হোক, এখন আরাম হওয়া হয়েছে কি"? এককড়ি বাবুর ইহা অপেক্ষা অধিক অভ্যর্থনার আশা করাই অন্যায়। পাঁচকড়ি বাবু, সাতকড়ি বাবু ও ওপাড়ার নকড়ি বাবুর ভাগ্যেই ইহার বেশী ঘটে না, তা তিনি ত এককড়ি বাবু মাত্র!

কিন্তু ধনপতি বাবুর প্রকাণ্ড জুড়ি যখন লাখপতি বাবুর বাড়ির ফটকে দাঁড়াইল, তখন কাযেই লাখপতি বাবুকে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে হইল "আসুন, আসুন, আমার পরম সৌভাগ্য, আজকার মুখ দেখে উঠেছিলাম, তাই আপনার মত লোকের দর্শন পেলেম; আপনার ছেলে পিলেরা ভাল আছে ত? আপনার সেই যে টেরিয়ার কুকুরটার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ভাল হইয়াছে ত?" অবশ্য সম্ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে করমর্দ্দনটাও হইল; (কর্ণ মর্দ্দন প্রথাটা প্রচলিত করিলে কিরূপ হয়?) ধনপতি বাবুর টেরিয়ারের খবর হইল, আর এককড়ি বাবুর ছেলেদের খবর লওয়া হইল না বলিয়া এককড়ি বাবুর দুঃখের কারণ নাই, উহাতে লাখপতি বাবুর বিশেষ দোষ ও নাই; "আপনি"

"তুমি" বিবর্জ্জিত ভাষায় কিরূপে তিনি জিজ্ঞাসা করেন "ছেলে কেমন আছে"? ঐরূপ প্রশ্নে কার ছেলে বুঝিয়া উঠা দায়। ওরূপ স্থলে ওরূপ প্রশ্ন না করাই ভাল বিবেচনায় লাখপতি বাবু খুব বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন।

লাখপতি বাবু প্রত্যহ বৈকালে প্রকাণ্ড ল্যাণ্ডো গাড়ি চড়িয়া চিৎপুর রোডের ভিতর দিয়া হাওয়া খাইতে যান। প্রশস্ত সারকিউলার রোডে না গিয়া সঙ্কীর্ণ ও জনপূর্ণ চিৎপুর রোড দিয়া হাওয়া খাইতে যাইবার কারণ আমরা ঠিক্ বলিতে পারি না, তবে অনুমান হয় সারকিউলার রোডের ধারে মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ানদিগের কবরস্থান থাকাতে তথাকার বায়ু বোধ হয় দূষিত, সেইজন্য সেই রাস্তা বড়লোকদিগের পরিত্যাজ্য। আর চিৎপুর রোড দিয়া যখন লাখপতি বাবু হাওয়া খাইতে যান, তখন যে হাওয়া খাওয়াই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য সে বিষয়ে তিল মাত্র সংশয় নাই, নতুবা অমন একাগ্রচিত্তে বরাবর ঊর্দ্ধমুখে থাকিবেন কেন? হেল্থ্ অফিসার নাকি তাঁহাকে বলিয়াছেন অধোমুখে থাকিলে গাড়ির ও রাস্তার ধূলা চক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষ অনিষ্ট সংঘটন করিতে পারে, এমন কি অন্ধ হইবারও সম্ভাবনা আছে, তাই শুধু অমূল্য রত্ন চক্ষুদ্বয় স্নিগ্ধ ও নিরাপদ রাখিবার জন্য তাঁ'র ঊর্দ্ধদৃষ্টি; একথা যিনি বিশ্বাস না করিবেন তিনি ঘোর নাস্তিক ও মন্দলোক। তবে যে লাখপতি বাবুর "লিভারি" সুশোভিত চামরবদ্ধ কোমরবিশিষ্ট সহিস পুঙ্গবদ্বয় গোঁফ চোমরাইতে চোমরাইতে সুরমারঞ্জিত চক্ষুর দৃষ্টি ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করত, সামনে কেহ না থাকিলেও মধ্যে মধ্যে "হেই-ই-ও সামনেওয়ালা বাঁয়ে রোখ্কে যাও, হে—এ-এ-এ —ওপ্" বলিয়া হাঁকিতে থাকেন তাহার কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহাদের ঊর্দ্ধদৃষ্টির কারণ কখনও হাওয়া খাওয়া বা চক্ষুরত্ন রক্ষা করা নহে,

যেহেতু তাহারা স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে ঘোর অজ্ঞ। তাহাদের অকারণ চিৎকার করিয়া নিরীহ পথিকের মনে ভয় সঞ্চার করিবার কারণ আর কিছুই নহে, শুধু বারাণ্ডা-বিহারিণীদিগের চিত্ত আকর্ষণ করা ও তাহাদিগকে ইঙ্গিতে বলা "আমরা এখানে আছি, শুধু বাবুকে দেখিয়া ভুলিও না, আমাদের দিকে একবার তাকাইও"। (তাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের হোমরাও চোমরাও চেহারা তাহাদের মুনিবের বসন্তচিহ্নিত শ্যামবর্ণ মুখমণ্ডল অপেক্ষা অধিক রমণীমোহন !)

লাখপতি বাবুর বাড়ি প্রতিবৎসর মহা সমারোহে পূজা হইয়া থাকে, ঐ পূজার উদ্দেশ্য ভগবতীর প্রসাদলাভ করা নহে ; ভগবতী অপেক্ষা প্রভাবশালী সাহেব দেবতার প্রসাদ লাভ করা ; (দোহাই পাঠক, শালী সাহেব এরূপ Syllable ভাগ করিয়া পাঠ করিবেন না)। সাহেব দেবতার ক্ষমতা যে ভগবতীর অপেক্ষা অধিক সে বিষয়ে যে সন্দেহ করে সে ঘোর মূর্খ ! প্রমাণ, সাহেব দেবতা প্রসন্ন হইলে অতি অকর্ম্মণ্য ও নিরক্ষর লোকেও উপাধি ও সম্মান লাভ করিতে পারে, কিন্তু ভগবতী অর্চ্চনায় সেরূপ সদ্যফল লাভ হয় কি ? সাহেবকে যে দেবতা বলা হইল তাহারও শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথেষ্ট আছে। হনোলুলুর (Honolulu) একজন বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে "সাহেব" কিনা "স্বাহা ইব" অথবা "স এব", দুই ব্যাখ্যাই আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ। "স্বাহা ইব" কিনা স্বাহার ন্যায়, স্বাহা অগ্নির পত্নী, স্ত্রীলিঙ্গ, সাহেব পুংলিঙ্গ, সেইজন্য ঠিক্ স্বাহা নহে, "স্বাহার ন্যায়" বলা হইয়াছে। কিন্তু অগ্নি স্বাহার ন্যায় যে হেতু তিনি স্ত্রীর অর্দ্ধাঙ্গ, অতএব এতদ্দ্বারা ইউক্লিডের প্রথম স্বতঃ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রমাণ হইতেছে যে অগ্নি ও সাহেব সমান অর্থাৎ এক, সাহেবই অগ্নিদেবতা। আরও প্রমাণ চাও, অগ্নি উগ্রমূর্ত্তি, সাহেবের ত কথাই

নাই, বিশ্বাস না হয় কেরাণীবেচারিদের জিজ্ঞাসা কর। আরও নিকট (Conclusive) প্রমাণ চাও, অগ্নি সর্ব্বভুক্, সাহেবও তাই। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা "স এব" অর্থাৎ সেই একমাত্র সার ও উপাস্য। এই ব্যাখ্যা শুনিয়াই ত লাখপতি বাবু পূজা বাড়িতে সাহেবের উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সাহেব ত আর প্রতিমার ন্যায় মাটির পুতুল নয় যে ব্যাসিলিপূর্ণ (?) ময়লা গঙ্গাজল আর চালকলা খাইয়া কলেরায় ভুগিবে, তাই লাখপতি বাবু সাহেবের জন্য Burgundy, Scotland, প্রভৃতি নানা দেশ হইতে বিশুদ্ধ নির্ম্মল পানীয় ও "গ্রেট ইষ্টারন্ হোটেল" নামক পবিত্র তীর্থস্থান হইতে নানাবিধ ভোগ আনাইয়া থাকেন। তিনি নিজে যে ঐভোগ খান না একথা বলিলে তাঁহাকে ঘোর অভক্ত বলা হয়, কিন্তু তিনি ভক্ত শিরোমণি, তাই মধ্যে মধ্যে ভাবে গদ্ গদ্ হইয়া তাঁহাকে টেবিলের নীচে পতিত হইতে দেখা যায়, এবং তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া সযত্নে শয্যায় শায়িত করা হয়—পাছে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হয় !

লাখপতি বাবু বড় লোক ব্যতীত গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাড়িতে কখনও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান না, অনেক উপরোধে যদি বা যান ত দু' পাঁচ মিনিট বসিয়া উঠিয়া আসেন, জলগ্রহণ করেন না। কারণ উহাতে তাঁহার ন্যায় পদস্থ ব্যক্তির মানের হানি হইতে পারে। ভাই "শরীরটা বড় খারাপ খারাপ, বড় অম্বল হইয়াছে" এইরূপ একটা ওজর করিয়া উঠিয়া আসেন। কিন্তু আমরা সন্ধান লইয়াছি বাড়িতে আসিয়া তিনি অনাহারে থাকেন না, বেশ চর্ব্বচূষ্য লেহ্য আহার করিয়া অম্বলের ঔষধ স্বরূপ কিঞ্চিৎ মাত্রায় সুরারূপ পেয় সেবন করিয়া থাকেন। নিমন্ত্রণ বাটিতে ত আর তাহা চলিবে না, 'সিলেক্ট পার্টি' হইলে অন্য কথা ও অন্য ব্যবস্থা।

লাখপতি বাবুর স্ত্রী নিস্তারিণী মনে করেন তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া। পাড়ার সকল স্ত্রীলোকে তাঁহার অসাক্ষাতে যাই বলুক না কেন, তাঁহার সাম্‌নে তাঁহার যথেষ্ট স্তুতিবাদ করে, খালি ডেপুটিবাবুর স্ত্রী শিক্ষাভিমানিনী বলিয়া ও হাকিমের স্ত্রী বলিয়া তাঁহাকে বড় একটা খাতির করেন না বরং ঘৃণা করিয়া থাকেন। লাখপতি বাবুর পত্নীও এইজন্য ডেপুটি-পত্নীর উপর বড় চটা। পাড়ার সকলের নিকট বলিয়া থাকেন মাগীর দেমাক্ দেখেচ, ভাতার ৩। ৪ শ' টাকা মাহিনে পায় ব'লে মাগীর এত অহঙ্কার, আমরা মনে করলে ৩। ৪ শ' টাকা মাহিনে দিয়ে অমন পাঁচটা ডেপুটীকে মুহুরি রাখ্‌তে পারি। কই এই যে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমার এত ঐশ্বর্য্য, আমি কি তার জন্যে অমন দেমাক ক'রে বেড়াই। এই সে দিন আমাদের উনি কিসের জন্য জানি না, ৫০০০৲ টাকা দান কল্লেন, বল্লেন বড়মানবাড়্‌বে, তা কই ওর ডেপুটি ভাতার করুক দেখি অমন দান? তা'র ক্ষমতা নেই"। লাখপতি বাবুর দানের পরিচয় গবর্ণমেণ্ট জানে আর যাহারা খবরের কাগজ পড়ে তাহারা জানে, গরীব দুঃখীরা জানে না, কারণ বড়লোকের বাড়িতে তাহাদের প্রবেশ নিষেধ, এক মুঠো ভিক্ষা চাহিতে গেলে জবরদস্তসিং দ্বারবানের নিকট গলাধাক্কা খাইতে হইবে। বাস্তবিক তাহাদের গলাধাক্কা খাওয়াই উচিত; তাহাদের একটু আক্কেল নেই, প্লেগও নানা বিধ রোগের বীজ পরিপূর্ণ ময়লা দুর্গন্ধময় চিরকুট পরিয়া কোন্ সাহসে বড়লোকের বাড়ি ঢুকিতে যায়?

উপদেশ।

কোন স্থানে অশীতি বর্ষের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল দেবার্চ্চনায় অতিবাহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অতি বৃদ্ধ হইলেও সূর্য্য অনুদয়ে গঙ্গাস্নান—পরে দুই দণ্ড কাল দেবার্চ্চনা ও অপরাহ্নে হবিষ্য আহার করিয়াই দিনাতিপাত করিতেন। এক দিবস তিনি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আপন যষ্টির উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন। তখন গ্রীষ্মকাল! চারিদিকে বিহঙ্গগণ সুমধুর স্বরে ঝঙ্কার দিতেছে, কেহ ডানায় ঝটপট শব্দ করিয়া ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। নিশাচরেরা লোকভয়ে ভীত হইয়া এদিক ওদিক দিয়া পলাইতেছে। নিশাবসানে সমীরণ বড়ই মনোমুগ্ধকর,—এমন কি অশীতি বর্ষের বৃদ্ধেরও ঐ ফুর্‌ফুরে মলয় পবনে মনকে উল্লাসিত করিয়া তুলিতেছে। ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন এবং স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ও একখানি নামাবলির দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন করিয়া পুনরায় যষ্টি সাহায্যে অতি ধীর পদক্ষেপে গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে চলিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একটি গন্ধমূষিক বৃদ্ধের পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিলেন, ওদিকে গায়ত্রী উচ্চারণও বন্ধ হইয়া গেল; তিনি তখন ঐ অবস্থায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে এখন দেহ ত অপবিত্র হইল কি করি? তিনি আর একবার আকাশের দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন দিনমণি তখন রক্তিম বর্ণে পূর্ব্বদিক আলো করিয়া উদয় হইতেছেন। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঐ অবস্থায় থাকি-

য়াই উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—"হা হতোস্মি! আজ আমার কি হইল? এখন আমার দেহ অপবিত্র, ওদিকে আকাশেও দিনমণি উদয় হইয়াছেন—অনুদয়ে স্নানং বিধিঃ সেজন্য এখন আর গঙ্গা স্নানও হইতে পারে না। কিন্তু এই অপবিত্র দেহে আজ দেবার্চ্চনাদি কোন কার্য্য হইবেনা।" তাঁহার এই করুণ রোদনধ্বনি শুনিয়া অনেকেই নিকটে আসিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ কাহাকেও কোন উত্তর না দিয়া ক্রমাগত ক্রন্দন করিতেছেন; সে জন্য অনেক মন্দ মতিরা তাঁহাকে উপহাস করিয়া চলিয়া গেল কিন্তু ব্রাহ্মণের রোদন থামিল না। অবশেষে এক সন্ন্যাসী সেই পথে যাইতেছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া নিকটে আসিয়া দেখিলেন, একজন সত্যনিষ্ঠ অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আকাশের দিকে চাহিয়া কেবল রোদন করিতেছেন। সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের এপ্রকার ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া, তিনিও ব্রাহ্মণের মত রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় অনেকক্ষণ এইরূপ রোদন করিতেছেন, কেহ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। অশীতি বর্ষের ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে ভাল, আমার শরীরই অপবিত্র হইয়াছে সেজন্য আমি রোদন করিতেছি, কিন্তু এ সন্ন্যাসীর রোদনের কারণ কি?

ব্রাহ্মণ স্বীয় অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া সন্ন্যাসীকে কহিলেন আচ্ছা বাপু আমার দেহ অপবিত্র হওয়ায় আমি রোদন করিতেছি কিন্তু তোমার রোদনের কারণ কি?

সন্ন্যাসী তখন ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন "মহাশয় আমি আপনারই ক্রন্দন দেখিয়া কাঁদিতেছি! কেন না আপনার ঐ পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া ছুঁচ চলিয়া গিয়াছে বলিয়া আপনি এত ক্রন্দন করিতেছেন

কিন্তু আপনি কি জানেন না যে এখনই একটী কুক্কুট ঐ পদদ্বয়ের মধ্যে দিয়া যাইবে; কারণ সেও বলিতে পারে যে আপনি যখন ছুঁচকে যাইতে দিয়াছেন আমিও ঐ পথে যাইব। তৎপরে আবার একটী কুকুর ঐ পথে যাইবার জন্য অনুরোধ করিবে ও ক্রমে ঘোড়া ও হস্তী প্রভৃতি সকল জন্তুই ঐ পথে যাইবে। তখন আপনার প্রাণ সংশয় জানিবেন এই কারণ বশতঃ আমি এত ক্রন্দন করিতেছি।

ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য?"

সন্ন্যাসী—এখন আপনার ঐ পথ বন্ধ করাই আবশ্যক।

ব্রা—তা হইলে কুক্কুট শার্দ্দূল প্রভৃতি জন্তুগণ?

স—পথ না পাইলে সকলে ফিরিয়া যাইবে।

বৃদ্ধ, সন্ন্যাসীর বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীও সেই অবসরে করস্থিত গঞ্জিকাপূর্ণ কলিকায় ধূমপান করিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"মানবগণ যদি ভজন সাধন (অর্থাৎ পথ বন্ধ) না করিয়া অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে কেবল এই মাত্র বুঝিয়া আপনার মত রোদন করিত তাহা হইলে দুরদৃষ্ট বশতঃ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কতশত মহাপাপের জন্য অসংখ্য বিপদজালে জড়ীভূত হইয়া আজীবন নানা ক্লেশ ভোগ করিত, আর আপন অদৃষ্টের দোষ দিয়া ঈশ্বরের উপর কত দোষারোপ করিত।

কেবল মাত্র অদৃষ্টবাদী হইলে ভুল করা হয়। কেন না যদি আপনি আপনার ভাবী বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ব্রতাদি দেবার্চ্চনার দ্বারা সে সকল পথ বন্ধ না করেন, কিম্বা আপনার রোগ শান্তির জন্য আদেশ মত ঔষধ সেবন না করেন, তাহা হইলে

আপনাকে এজগতে নানা দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে আপনি যদি ঐ সকল গ্রহশান্তির জন্য সেই পরমারাধ্য দয়াল পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার আদেশমত (শাস্ত্রানুযায়ী) ক্রিয়া কলাপ যথাবিধি করেন, তাহা হইলে সময়ে আপনিও রোগমুক্ত হইয়া সেই আনন্দময়ের আনন্দ বাজারে যাইবেন; তখন এই সকল নিরানন্দ পূর্ণানন্দে পরিণত হইবে এবং জগত সুন্দর দেখিবেন।

"দেখুন আপনার চক্ষুর উপর যতক্ষণ লাল বর্ণের চসমা থাকে, আপনি সকল বস্তুই তখন লাল দেখিতে থাকিবেন; কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে সবুজ রঙ্গের চসমা ধারণ করিলে এতক্ষণ যে সকল বস্তু লাল দেখিয়া চক্ষুদ্বয় টন্‌টন্ করিতেছিল, তখন ঐ সকলই অতি স্নিগ্ধকর বোধ হইবে। সনাতন পবিত্র হিন্দু ধর্ম্মের এই গূঢ়রহস্য যিনি বুঝিয়াছেন তিনি কদাপি আপন দরিদ্রতার জন্য ঈশ্বরের উপর অন্যায় দোষারোপ করেন না। তাঁহারা যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন সর্ব্বদাই আনন্দে থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া আপনাকে সুখী বোধ করেন।"

এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। বৃদ্ধও সন্ন্যাসীর কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস ঘোষ।

অদৃষ্ট পরীক্ষা।

প্রথম স্তবক।

মুসলমান শিবির আজ আনন্দ ও সমারোহের চিত্র বিশেষ। শীঘ্রই রাজপুতকুলভূষণ প্রাতাপের সহিত ভীষণ যুদ্ধ বাধিবে। যুদ্ধাবসানে কে মরিবে কে বাঁচিবে তাহার নিশ্চয় নাই। বিশেষতঃ ভারতপূজ্য বীরশ্রেষ্ঠ রাজপুতগণ তাহাদের শত্রু। পাছে সৈনিকবৃন্দ পূর্ব্ব হইতেই ভীত হয় এই ভাবিয়া রাজপুতকুলকলঙ্ক মানসিংহ ও যুবরাজ সেলিম তাহাদিগকে আনন্দ-স্রোতে নিমগ্ন হইতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

এইরূপ সমারোহপূর্ণ শিবির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া দুইটি যুবক। একখানি অনাবৃত কাষ্ঠাসন তাঁহাদের উপবেশন স্থান। তাহার উপর বসিয়া যুবকদ্বয় একমনে সতরঞ্চ ক্রীড়া করিতে ছিলেন। উভয়েরই উচ্চপদস্থ সৈনিকের বেশ; অথচ উভয়েই নিরস্ত্র। কক্ষ মধ্যে কোথাও অস্ত্রশস্ত্রের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। উভয়েই রাজপুত বংশোদ্ভূত। একটী যুবকের প্রশস্ত ললাট দেশে গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ কেশ রাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। বদনশ্রী অতীব সুন্দর। ইনি সম্ভ্রান্ত ও ধনীকুলোদ্ভব—নাম সদাশিব রাওল।

দ্বিতীয়টি প্রথমাপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘাকার, বদনশ্রী আরও সুন্দর এবং প্রীতিপ্রদ। আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন প্রান্তে ঈষৎ কালিমা—কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে। বিষাদ মাখান বদনমাধুর্য্য বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। বংশগৌরবেও ইনি হীন নহেন,—কিন্তু দরিদ্র,—নাম কনক সিংহ।

সদাশিবের বাটীর সন্নিকটস্থ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বাল্যকাল হইতে উভয়ে পাঠাভ্যাস করিতেন। কনক দরিদ্র হইলেও সদাশিবের সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। সেই ভালবাসার অনুরোধে কনক প্রায়ই সদাশিবের বাটিতে যাতায়াত করিতেন। সদাশিবের এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল। সদাশিব, কনক ও লীলা তিনটিতে প্রায় সর্ব্বদাই একসঙ্গে ক্রীড়া করিত। তন্নিবন্ধন কনক ও লীলায় বড় ভালবাসা জন্মিয়াছিল। পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত সেই ভালবাসা প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হইল।

কিন্তু বুদ্ধিমান কনক এখন হইতেই বুঝিলেন যে লীলার সহিত তাঁহার বিবাহ একরূপ অসম্ভব। লীলা ধনী কন্যা—কনক দরিদ্র সন্তান। বংশ মর্য্যাদায় অনুরূপ হইলেও মিলন সম্ভাবনা কোথায়? বুদ্ধিমান কনক হৃদয় বাঁধিলেন,—লীলার সহিত দেখা শুনা একেবারে বন্ধ করিলেন। চিরচঞ্চলা কমল প্রিয়াকে স্বকরতলগত করিতে মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। অসীম অধ্যবসায় ও একাগ্রতাবলে রাজকীয় এক শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

একদিন একটি পুরাতন বন্ধুর সহিত কনকের সাক্ষাৎ হইল, নানা কথাবার্ত্তার পর বন্ধুবর কহিলেন—"সম্প্রতি সদাশিব রাওলের ভগ্নীর সহিত আমার বিবাহ হইবে। আমার বন্ধুবান্ধব ছাড়া আত্মীয় স্বজন আর কেহ নাই। আশা করি, তুমি সেই কার্য্যে সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিবে।"

বজ্রাহত পথিকের ন্যায় কনক কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে রহিলেন। পরে কার্য্যানুরোধের ছলে মিত্রবরকে বিদায় দিলেন। তাঁহার বন্ধুর বিবাহ— লীলার সহিত! আজ তাঁহার বড় সুখের দিন! কনকের

চিরবর্দ্ধিত সকল আশা এক কথায় ভাসিয়া গেল। পৃথিবীতে মানবজাতির আশার এইরূপেই অবসান হইয়া থাকে।

কিছুদিবস পরে রাজপুত মুসলমানে সমরানল প্রজ্বলিত হইল। যুদ্ধকার্য্যে মন সম্পূর্ণরূপে অন্যদিকে ব্যাপৃত থাকিবে ভাবিয়া, কনক প্রতাপের সৈন্যদলে প্রবেশ করিলেন; এবং কার্য্য পটুতায় শীঘ্রই এক সেনা নায়কের পদে উন্নীত হইলেন।

এখানে সদাশিবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কনক কিন্তু তাঁহাকে পুরাতন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। সদাশিবও যুদ্ধ বিষয়ে ব্যস্ত থাকায় উপযুক্ত সময়াভাবে কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

একদা কনক ও সদাশিব বিপক্ষ সেনার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণার্থ শিবির সন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে অধিরোহণ করিলেন। তাঁহারা ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে একদল অশ্বারোহী তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। বল প্রাধান্য থাকায় তাঁহারা আত্মরক্ষায় নিরস্ত হইলেন,—শত্রু সৈন্যবিপক্ষ তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া স্বশিবিরে লইয়া গেল।

এইরূপে বন্দী অবস্থায় যুবকদ্বয় সতরঞ্চ ক্রীড়া করিতেছিলেন। উভয়েই যথাসাধ্য স্বস্ব বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগিলেন। সদাশিবের মুখ হইতে সময়ে সময়ে আনন্দধ্বনি নিঃসৃত হইতেছিল। কিন্তু কনকের স্থির ধীর বদন শ্রীতে কেবল একটু মাত্র বিষাদের হাসি। প্রতিবারেই তিনি ক্রীড়ায় জয় লাভ করিতেছিলেন, তথাপি সেই বিষাদ মাখা হাসি টুকু পরিবর্ত্তিত হইতেছিল না।

যুবকদ্বয় নিবিষ্ট চিত্তে ক্রীড়াময় আছেন; হঠাৎ পটমণ্ডপদ্বারে একটী গোলযোগ বাধিল। তাঁহারা কি হইয়াছে দেখিবার জন্য উঠিতে ছিলেন, তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র একজন রাজপুত সেনা ও অপর দুই জন

মুসলমান সৈনিক তাঁহাদের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল।

রাজপুত সৈনিক কহিলেন "মহাশয়গণ! আপনাদের মধ্যে এক জন মরিতে প্রস্তুত হউন। আমাদের একজন সেনানায়ককে রাজপুতেরা হত্যা করিয়াছে। মহারাজ মানসিংহ তজ্জন্য আপনাদের মধ্যে একজনকে বধার্থে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। অতএব আপনাদের একজনকে আমার সহিত আসিতে হইবে।

সদাশিব স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু কনকের বৃহৎ চক্ষুদ্বয় যেন জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার সেই বিষাদের হাসিটুকু ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইল, অধর প্রান্ত একটু বিস্ফারিত হইল, তিনি যেন আর একটু হাসিলেন। পরে সদাশিবের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন "ভাই, সদাশিব, অনেক দিন হইতে মৃত্যুকামনা করিয়া আসিতেছি। আজ সুযোগ উপস্থিত! কিন্তু স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়া যবন নিপাত করিতে করিতে যে মরিতে পারিলাম না, ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয়। কি করিব মা ভবানীর বোধ হয় সে ইচ্ছা নয়। জানত, ভাই, এজগতে আপনার বলিতে আমার কেহ নাই। তোমার মাতা, ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন, পদমর্য্যাদা সবই আছে; আমার কিছুই নাই। অতএব আমিই চলিলাম।

বাক্যস্ফূর্ত্তির পূর্ব্বেই একজন মুসলমান বলিয়া উঠিল "মহাশয়! মিছামিছি বাক্‌যুদ্ধের প্রয়োজন দেখি না। একটু পূর্ব্বেই দেখিয়াছি আপনারা দাবা খেলিতেছিলেন। পুনরায় খেলিতে আরম্ভ করুন; তিনবার খেলিতে হইবে। যিনি শেষ বাজী হারিবেন তাঁহাকে আমরা মনোনীত করিব। ইহাতে কেহ কথা কহিতে পারিবেন না। অতএব শীঘ্র এই "অদৃষ্ট পরীক্ষা" ক্রীড়া আরম্ভ করুন।

সদাশিব ইতিপূর্ব্বে বার বার হারিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল! কিন্তু হৃদয়াবেগ দমন করিয়া তিনি কহিলেন "তাহাই হউক।" কনক ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। তাঁহার কপাল দেশে বিষাদের রেখা আরও একটু গাঢ়তর হইয়া আসিল! প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ কিয়ৎক্ষণ তিনি চক্ষু মুদিয়া রহিলেন। তৎপরে সেই বিষাদের হাসি সুচারু অধরে ফুটিয়া উঠিল। কনক বলিলেন—"ভাল! আমিও সম্মত আছি।"

ক্রীড়া আরম্ভ হইল। সদাশিব যত্ন ও মনোযোগ সহকারে খেলিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ঐ কিস্তী! সদাশিব তোমার রক্ষা নাই।—ঐ মাৎ! সদাশিবের কপাল ঘর্ম্মসিক্ত হইল।

দ্বিতীয় বাজী—আরম্ভ হইল! সদাশিব বড়ই ভুল চালিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় বড়ই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আর কনক!—হতভাগ্য কনক যথেচ্ছ ভাবে চালিতে লাগিলেন।—তথাপি এ বাজীও সদাশিব হারিলেন। আর তাঁহার আশা কোথায়?

হতাশচিত্তে সদাশিব পুনরায় গুটিকাসজ্জিত করিলেন। গভীর মনঃ সংযোগ সহ খেলিতে চেষ্টা করিলেন।—কিন্তু তাঁহার মন কোথায়?—তাঁহার মৃত্যুনিশ্চয়। কনককে তিনি কিছুতেই হারাইতে পারিবেন না।—সতরঞ্চ ক্ষেত্র হইতে তাঁহার মন অন্যমার্গে প্রধাবিত হইল। মাতা, আদরের ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন, বিষয়, সম্পদ একে একে তাঁহার মানস-পথে উদিত হইতে লাগিল। তিনি ভুলিয়া গেলেন। কনক সদাশিবের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাকে বলিলেন—"সাবধান! কিস্তী।" সদাশিব চমকাইয়া উঠিয়া কিস্তী রক্ষা করিলেন। কনক যাহাতে নিজে পরাজিত হয়েন সেইরূপ ভাবে চাল চালিতে লাগিলেন।—সদাশিব—বড়ই ঘর্ম্মাক্ত—হঠাৎ

কাষ্ঠাসন হইতে নীচে নামিয়া দাঁড়াইলেন!—ঐ কনক বুঝি হারিলেন। সদাশিব চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তী! মাৎ!"

কনক সেইরূপ বিষাদ-হাসি হাসিয়া প্রশান্ত চিত্তে রাজপুতকে কহিলেন "মহাশয়, আমি প্রস্তুত! অগ্রসর হউন!" এই বলিয়া সবেগে শিবির বাহিরে আগমন করিলেন। সৈন্যত্রয় তাঁহার অনুগমন করিল।

সদাশিব এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। কনক যখন কারাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি স্বার্থপরতাবদ্ধ হইয়া, যে জ্ঞান শূন্য কায করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। পরে সহসা বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু প্রহরী বাধা দিল। তখন নিরাশ মনে ভূ-শয্যায় বসিয়া পড়িলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট আছেন হঠাৎ কে যেন তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিল। তিনি সবেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন—দেখিলেন—সম্মুখে রাজপুত সেনানায়ক।—কহিলেন—"চলুন মহাশয়! আমিও প্রস্তুত আছি।"

বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে রাজপুত কহিলেন—"মহাশয়, আমি আপনার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা লইয়া আসি নাই। আপনার মৃত বন্ধুর পত্র লইয়া আসিয়াছি।"

সদাশিব বিস্ফারিত লোচন যুগল রাজপুত সৈনিকের বদনোপরি স্থাপন করত কহিলেন—"তবে সত্য সত্যই কি কনক মৃত?"

রাজপুত কহিলেন—"আমি তাঁহার বধাজ্ঞা প্রদান করিয়া এখানে আসিয়াছি। পথিমধ্যে বন্দুকের আওয়াজও শুনিয়াছি, এতক্ষণ সব শেষ হইয়া গিয়াছে।"

সদাশিব শূন্য নয়নে ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শারীরিক পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। রাজপুতের ভীম প্রতিহিংসানল শিরায় শিরায় জ্বলিয়া উঠিল। সৈনিক পুরুষ এই সকল লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "মহাশয়! একটী কথা আছে; আপনার বন্ধু মৃত্যুর পূর্ব্বে একখানি পত্র আপনাকে লিখিয়াছেন! অনুগ্রহ করিয়া পত্র খানি গ্রহণ করুন। আপনি বীর পুরুষ, বিধিলিপি পূর্ণ হইয়াছে; তজ্জন্য বৃথা অনুতাপে প্রয়োজন কি?—জানেন ত সকলকেই ঐ পথে যাইতে হইবে—সকলকেই একদিন মরিতে হইবে।"

সদাশিব—পত্র গ্রহণ করত আবেগ পূর্ণ হৃদয়ে কহিলেন, "কিন্তু, অসহ্য! বড়ই অসহ্য—রাজপুত বীরের কুক্কুরের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন বড়ই অসহ্য।"

রাজপুত সৈনিক আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সদাশিব নীরবে পাঠ করিলেন—

ওঁ ভবানী।

"সদাশিব—তোমাকে—আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা লীলার সহোদরকে—বাঁচাইবার জন্য আমি মরিলাম।

তোমার নিকটেই আজ প্রথম হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিলাম। কেন করিলাম? কারণ আজ আমার মহাপ্রস্থান। আশা করি স্বামীসহ লীলা সুখে থাক্—আর তুমি;—তুমি প্রতাপসিংহের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া যবন নিপাত কর। এক দুঃখ রহিল—মহারাণা প্রতাপের পার্শ্বচর হইয়া যবন নিপাত করিতে করিতে মরিতে পারিল না।

আর এক কথা—আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে তাহা তোমার সকলই জানা আছে। আমি অনাথ আমার কেহ নাই। লীলাকে বলিও সকলই তাহার—সে যেন ভিখারীর ধন বলিয়া চরণে না ঠেলে। আর না! বিদায়—

কনক সিংহ।"

সদাশিব স্তম্ভিত! তাহার হৃদয়ে বন্ধু-বিচ্ছেদানল এতক্ষণ হুহু শব্দে জ্বলিতেছিল। এক্ষণে তিনি এই পত্র পাঠে একেবারে ক্ষিপ্তবৎ হইলেন। হায়! সেত একদিনের জন্যও তাহার মনের কথা বলে নাই। তাহা হইলে ত লীলা তাহারই হইত। লীলার অদৃষ্টে অমন স্বামী নাই—আজ কি সর্ব্বনাশই সংঘটিত হইল। কনক ত মরিয়াছে—লীলা যদি একথা শুনে তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ মরিবে। হায়! নিজের জীবনের জন্য কেন এত ব্যগ্র হইয়াছিলাম?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সদাশিব ঘুমাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ঘুম তাহার আসিল না। সারা রাত্রি ভীষণ ভাবনা-কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন রহিলেন। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল।

দ্বিতীয় স্তবক।

উক্ত ঘটনার পর প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। সদাশিব সৈনিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এখন মোগলের উপদ্রব অনেক কমিয়াছে। বীরপুঙ্গব প্রতাপ-বিক্রমে পর্য্যুদস্ত হইয়া মোগলেরা নিরস্ত হইয়াছে।

সদাশিব একদিবস অশ্বারোহণে পার্ব্বত্য প্রদেশ ভ্রমণে বহির্গত

হইয়াছেন। এই খানেই তিনিও কনক মোগল কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন। ক্রমে সন্ধ্যার মলিন ছায়া পার্ব্বত্য প্রদেশে পতিত হইয়া অরণ্যানীকে কালিমাময় করিতে লাগিল। সদাশিব বাটী ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ অদূরে অশ্বক্ষুরধ্বনি তাঁহার শ্রবণ পথে প্রবেশ করিল। তিনি অশ্বকে সংযত করিয়া ফিরিতেছিলেন, সহসা বনপ্রান্ত হইতে অশ্বারোহী বহির্গত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন।

উভয়ে উভয়কে দেখিলেন। সদাশিব সবিস্ময়ে আরোহীকে নিরীক্ষণ করিয়াই চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ধমনীতে যেন রক্তস্রোত শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজপুতের সাহস তাঁহার হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল—কহিলেন "একি স্বপ্ন? না মৃত ব্যক্তি পুনরায় জীবন লাভ করিয়াছে?"

আগন্তুক অশ্বারোহী আরও সদাশিবের কাছে আসিলেন। পরে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন—"না, সদাশিব, স্বপ্ন নহে। মৃত ব্যক্তিও জীবন লাভ করে নাই। আমি মরি নাই, সন্দেহ থাকে এই দেখ,—তোমার ন্যায় আমারও রক্ত মাংস গঠিত দেহ! আমারও ধমনীতে তোমার ন্যায় রক্ত স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। নিকটেই আমার বাসস্থান—আমার সহিত সেখানে আইস। সমস্ত কথা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি।

কনক সিংহ অশ্ব চালাইয়া দিলেন,—সদাশিবও দ্বিরুক্তি না করিয়া তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে পর্ব্বত শ্রেণী পশ্চাৎ করিয়া তাঁহারা একটী মনোহর গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সেখানে একটী সুদৃশ্য বৃহৎ অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া উভয়েই অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। কনক সদাশিবের হস্ত ধারণ করিয়া একটী বৃহৎ সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

উভয়ে উপবেশন করিলে পর কনক সিংহ কহিলেন "সদাশিব, আমি মরি নাই। বধ্য ভূমিতে লইয়া গেলে পর সেই পত্র খানি লিখিয়া তোমাকে দিবার জন্য রাজপুতের হাতে দিলাম। সে ব্যক্তি আমায় মৃত্যুর আজ্ঞা প্রদান করিয়াই সেখান হইতে প্রস্থান করিল। আমি মরিতে প্রস্তুত হইলাম। এমন সময়ে একদল অশ্বারোহী সবেগে আসিয়া ঘাতকদিগের উপর পড়িল। ঘাতকগণ আমাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। কিন্তু অদৃষ্ট ক্রমে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল। এদিকে অশ্বারোহীদিগের ভীম তরবারী আঘাতে তাহারা একে একে ধরাশায়ী হইল। আগন্তুকদিগের মধ্যে একজন একটি সজ্জিত অশ্ব আনিয়া আমাকে আরোহণ করিতে বলিল। এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। আমিও কোন কিছু না বলিয়া অশ্ব ছুটাইয়া দিলাম। পরে এখানে আসিয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম যে আমার এক মাতুলই আমার উদ্ধার কর্ত্তা। ইনি একজন সম্পত্তিশালী ও শক্তি সম্পন্ন জায়গীরদার। সম্প্রতি ইঁহার একমাত্র পুত্র বিয়োগে বড়ই কাতর হইয়াছিলেন। আমাকে পাইয়া যেন তাঁহাকে কতকটা প্রকৃতিস্থ দেখিলাম। সেই অবধি এখানেই আছি। মাতুল মহাশয়ের মৃত্যুতে আমিই এক্ষণে তাঁহার পদ ও সম্পত্তির এক মাত্র অধিকারী।"

সদাশিব গদ গদ ভাবে কনককে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "কিন্তু ভাই আমাদের খোঁজ লও নাই কেন?"

কনক সিংহ কহিলেন—"প্রথমে খোঁজ করিয়াছিলাম কিন্তু অনুসন্ধান পাই নাই, পরে ভাবিলাম আর কাহার জন্য খোঁজ করিব? ভাই, তুমিতো সবই জান।"

সদাশিব উত্তর করিলেন—"কেন ভাই? কাহার জন্য খোঁজ

করিবে বলিতেছ কেন? লীলা অদ্যাপি জীবিতা। সে সন্ন্যাসিনী ব্রত অবলম্বন করিয়াছে—তোমা ভিন্ন কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না।"

কনক কহিলেন—"সেকি? লীলার অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই? আমার কোন এক বন্ধু বলিয়াছিলেন যে শীঘ্রই লীলার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। সেই জন্যই মৃত্যু কামনা করিয়া সৈনিক শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। ওঃ মনুষ্য কি প্রতারক!

সদাশিব উৎফুল্ল নয়নে কহিলেন—"ভাই, সে সব পুরাতন কথায় আর কায নাই। লীলা কাহাকে বিবাহ করিবে? সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আর কাহারাও পানে চাহিবে না। এত দিন সে তীর্থ পর্য্যটন করিতেছিল—আমিও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাহার সঙ্গে ছিলাম, প্রায় এক পক্ষ হইল আমরা দেশে ফিরিয়াছি, লীলা ত ভাই, তোমারই।"

সদাশিব নিবৃত্ত হইলেন।—কনকের হৃদয় ভরিয়া আসিল, তিনি দুই হস্তে নয়ন দ্বয় আবৃত করিয়া এক মনে, এক প্রাণে, অনাদি, অনন্ত, করুণার আধার সেই পরমপিতার চরণে কোটী কোটী প্রণাম করিতে লাগিলেন।

উপসংহার।

উপরোক্ত ঘটনার একপক্ষ পরেই কনক সিংহের প্রকাণ্ড প্রাসাদ শচীবিনিন্দিত, সুকুমার কান্তি রমণীর কমনীয় নয়ন নিঃসৃত জ্যোতিঃতে আলোকিত হইল।

লীলা ও কনক এই অভাবনীয় অদৃষ্ট পরীক্ষার ফলে সুখী হই-

লেন। কনক লীলার আগ্রহে সর্ব্বদাই এই "অদৃষ্ট পরীক্ষার" গল্প বলিতেন। লীলা তাঁহার পানে অনিমিষলোচনে চাহিয়া থাকিত।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

রাখিলে তোমারি।

(১)

লো সুন্দরি—
বিশ্বসম্মোহিনী তব মোহিনী মুরতি
তাহার পূজারি আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ;
একান্তে বসিয়া পূজি' তব রূপ-জ্যোতিঃ
প্রেমের মন্দিরে পাতি হৃদয়-আসন।
কেন আজি অকস্মাৎ হেরি ভাবান্তর,
ঘূর্ণিত লোচন, দৃঢ় মুষ্টি বদ্ধ কর ?
রয়েছ বর্ষণোন্মুখ ঘন প্রায় বসি'!
হর, রোষানল দেবি' আন মুখে হাসি।
ডরায় পরীক্ষা দানে এ দীন পূজারি :
মারিলে মারিতে পার রাখিলে তোমারি,

(২)

হে ইংরাজ—
তনুমন প্রাণসঁপে আপিস-মন্দিরে,
তোমায় নিয়ত পূজি' রৌপ্য সিদ্ধি তরে।
আপিসের বড় বাবু আদিযত করি',
সেবি' সেসকল দৈত্যে তপোবিঘ্নকারী।
মন্ত্রের অশুদ্ধি বুঝি কোথায় দেখিয়া,
সরোষে গর্জ্জিয়া তাই পুঁথি আছাড়িয়া
কলার্ক মহলে এলে নির্ভাজ ব্রিটন !
বিদ্যুৎবেগেতে উঠে সবুট চরণ ॥
দেহ তত্ত্ববিদ আমি, দিনু পিঠ পাতি,
বৈজ্ঞানিক উপায়েতে সহ্য হ'তে লাখি।
সাধা আছে ক্ষমাভিক্ষা, দুইকর জুড়ি'
তাড়ালে তাড়াতে পার রাখিলে তোমারি

(৩)

রে মৃত্যু,—
মানময়ী সুন্দরীর হেরিয়া আনন,
উথলে তরল প্রাণ নয়নের প্রান্তে।
তাহাতেই হয়ে থাকে শরীর পতন,
ক্ষণেকের মধ্যে ইহা বিদিত দিগন্তে।
অথবা গৌরাঙ্গ-বুট দেহে বুলাইলে,
ফাটে প্লীহা—লভে মৃত্যু কালাচাঁদ কুলে।
শিশুকাল হ'তে আমি পড়েছি পুস্তকে,
জন্মিলে মরিতে হবে অমর কোথা কে।
তবু আধখানি প্রাণ রাখিয়াছি ধরি',
লইলে লইতে পার রাখিলে তোমারি।

শ্রীভাগবত ধর্ম্মঃ।

(৫)

চারিটী অন্তরেন্দ্রিয়ের মধ্যে অহঙ্কার তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, এক্ষণে চিত্ত সম্বন্ধে সম্যক আলোচনার আবশ্যক, যেহেতু চিত্তই আমাদিগের উন্নতি ও অবনতির একমাত্র কারণ। যথা—

যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদং।
যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকং॥ ২০
স্বচ্ছত্বমবিকারিত্বং শান্তত্বমিতি চেতসঃ।
বৃত্তিভির্লক্ষণং প্রোক্তং যথাপাং প্রকৃতিঃ পরা॥ ২১

শ্রীমদ্ভাগবত। ৩ স্ক। ২৬ অ।

শ্রীধরস্বামীর টীকা—

প্রসঙ্গাচ্চতুর্ব্যূহোপাসনমাহ, যত্তদিতি সর্ব্বাগম প্রসিদ্ধত্বমাহ।
স্বচ্ছং বিশদং, শান্তং রাগাদিরহিতং।
ভগবতঃ পদং উপলব্ধি স্থানং অতএব বাসুদেবাখ্যং
যদাহুঃ অয়মর্থঃ অধিভূতরূপেণ তস্যৈব মহানিতি সংজ্ঞা।
অধ্যাত্মরূপেণ চিত্তমিতি উপাস্যরূপেণ বাসুদেব ইতি।
অধিষ্ঠাতা তুতস্য ক্ষেত্রজ্ঞঃ।
এবমহঙ্কারে সঙ্কর্ষণ উপাস্যঃ রুদ্রোঽধিষ্ঠাতা।
মনসি অনিরুদ্ধ উপাস্যঃ চন্দ্রোঽধিষ্ঠাতা।
বুদ্ধৌ প্রদ্যুম্ন উপাস্যঃ ব্রহ্মাধিষ্ঠাতেতি জ্ঞাতব্যং॥

অস্যার্থঃ—

যত্তৎ অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ এই চিত্ত সত্ত্বগুণ যুক্ত, সচ্ছ (প্রতিবিম্বগ্রাহী), শান্ত (রাগাদি রহিত) ভগবতঃ পদং (ভগবৎ প্রতিবিম্বের

গ্রাহক, অর্থাৎ চিত্ত নির্ম্মল হইলে, এই চিত্তেই ভগবৎদর্শন ঘটিয়া থাকে), অতএব উপাস্যরূপে এই চিত্তই বাসুদেব, এবং মহত্তত্ত্বের স্বরূপ, এবং অধিষ্ঠাতারূপে ক্ষেত্রজ্ঞঃ। এইরূপে অহঙ্কার তত্ত্বের উপাস্য দেবতা সঙ্কর্ষণ এবং রুদ্র অধিষ্ঠাতা। মনস্তত্ত্বের উপাস্য অনিরুদ্ধ এবং চন্দ্র অধিষ্ঠাতা। এবং বুদ্ধিতত্ত্বের উপাস্য প্রদ্যুম্নদেব এবং ব্রহ্মা অধিষ্ঠাতা। এই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন এই চারিটী শ্রীভগবানের পুরুষাবতার। ইহাকে চতুর্ব্যূহ কহে। শাস্ত্রেতে জলের সহিত এই চিত্তের উপমা দৃষ্ট হয় যথা "যথাপাং প্রকৃতিঃ পরা" অর্থাৎ জলের পরা প্রকৃতি যেরূপ স্বচ্ছতা (প্রতিবিম্বগ্রাহী), এবং শান্ত অর্থাৎ ফেনতরঙ্গাদি রহিত, অবিকার অর্থাৎ লয়বিক্ষেপ-রহিত, এই চিত্তও সেইরূপ। জল স্বভাবতঃ নির্ম্মল এই চিত্ত স্বভাবতঃ নির্ম্মল, নির্ম্মল জল যেরূপ সমস্ত পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণে সক্ষম, এই চিত্তও সেইরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্ব ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বহির্বিষয়গুলি অর্থাৎ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, গ্রহণে সমর্থ। এক্ষণে চিত্তের বিষয় গ্রহণ ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে যথা—

সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুণের মধ্যে কেবল সত্ত্বগুণই জ্ঞানময় বা প্রকাশ স্বভাব। মানবচিত্ত ঐ সত্ত্বগুণযুক্ত বলিয়াই উহা জ্ঞানময় বা প্রকাশ স্বভাব। মানব চিত্তই সমস্ত জড় বিষয়ের জ্ঞাতা বা প্রকাশক। যদি কেহ বলেন যে চিত্তই যদি প্রকাশ স্বভাব হয়, তবে তাহাতে এক কালীন বা যুগপৎ সর্ব্ববস্তু প্রকাশিত না হয় কেন? অর্থাৎ কি কারণে এই জ্ঞানময় মানবচিত্ত যুগপৎ সর্ব্ববস্তু জানিতে বা স্মরণ করিতে পারে না? এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যুত্তর এই—

চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্ব হওয়ার অপেক্ষা থাকায় বস্তু সকল কখন

জ্ঞাত কখন বা অজ্ঞাত অর্থাৎ প্রতিবিম্ব কালে জ্ঞাত, অন্য সময়ে অজ্ঞাত থাকে। মানবচিত্ত প্রকাশ স্বভাব জ্ঞান স্বভাব বটে, কিন্তু তাহাতে বস্তু প্রকাশ হইবার অন্য একটি কারণ আছে। সে কারণ কি? তাহা বলিতেছি। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ দ্বারা চিত্তে যে বস্তুর আকার অঙ্কিত হয়, অর্থাৎ চিত্ত ইন্দ্রিয় পথে নির্গত হইয়া যে বস্তুতে উপরোক্ত হইবে, সেই বস্তুই চিত্তের প্রকাশ্য হইবে, অন্য বস্তু অপ্রকাশ্য থাকিবে, ইহাই নিয়ম, ইহাই তাহার স্বভাব। সেই জন্যই বস্তু থাকিলেও, চিত্ত প্রকাশ স্বভাব হইলেও যুগপৎ বা এক সময়ে সকল বস্তু প্রকাশিত হয় না।

চিৎ স্বরূপ আত্মা বা পুরুষ এই চিত্তকে সর্ব্বদা জানেন বা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই নিত্য চৈতন্য স্বরূপ আত্মা অপরিণামী, সেই জন্য তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার জ্ঞাতা বা সাক্ষী। তাৎপর্য্য এই যে চিত্ত প্রকাশ স্বভাব বটে, কিন্তু সেও স্বয়ং প্রকাশ নহে। তাহারও অন্য এক প্রকাশক আছে। সেই প্রকাশক নিত্য চৈতন্যরূপ আত্মা। মানবচিত্ত যেরূপ বাহ্য বিষয়ের প্রকাশক, আত্মা ও সেইরূপ চিত্তের প্রকাশক বা জ্ঞাতা। তবে যাহা বস্তু গন্ধ চিত্তে প্রতিম্বিত না হইলে প্রকাশিত হয় না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সাহার্য্য ব্যতীত কোনও বস্তু চিত্তের জ্ঞেয় বা প্রকাশ্য হইতে পারে না, কিন্তু চিত্ত আত্মার নিকট সর্ব্বদাই জ্ঞেয়। সেই জন্য আমাদিগের চিত্তে যখন যে ভাবে উদিত হয়, আমরা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি।

অনাদি ঈশ্বর বৈমুখ্য দোষে চিৎস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ এই আত্মা দেবমায়া বিমোহিত অর্থাৎ অবিদ্যা শক্তি দ্বারা তাহার জ্ঞান আবৃত হইয়াছে, তিনি আত্মহারা হইয়াছেন, অর্থাৎ আমি কে?

তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। এবং জ্ঞান স্বভাব এই চৈতন্য সন্নিধান বশতঃ মানব চিত্তে ঐ প্রকাশ শক্তি আবির্ভূতা হয়। অর্থাৎ চিত্ত স্বচ্ছ ও সত্ত্বময় হইলে ও আপনা আপনি প্রকাশিত হয় না, আত্মা তাহাকে চৈতন্যই প্রকাশিত করে। নিত্য চৈতন্য স্বরূপ আত্মা সচ্ছ স্বভাব চিত্তে অবিষ্ট অথবা প্রতিবিম্বিত হন বলিয়াই অবিবেক বশতঃ চিত্তকে অহং অর্থাৎ আমি এইরূপ অভিমান হইয়া থাকে। অজ্ঞান শিশু দর্পণে নিজ প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, প্রতিবিম্বকে যেমন "আমি" বলিয়া তাহার প্রতীতি জন্মে, সেইরূপ অনাত্মচিত্তেতে আত্মার অহং (আমি) এই অভিমান জন্মিয়াছে। সুতরাং রূপ রস, শব্দ, গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি বাহ্য বস্তু সকল ইন্দ্রিয় প্রণালীর দ্বারা যেমন চিত্তে প্রকাশিত হয়, "আমি দেখিতেছি", "আমি শুনিতেছি" ইত্যাদি আত্মার অভিমান হইয়া থাকে। ফল কথা আত্মা কিছুই করেন না, আত্মা সম্পূর্ণ অকর্ত্তা। দেহ ধর্ম্মাদি অর্থাৎ প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে ঐ সকল কার্য্যে অহং কর্ত্তা এই রূপ অভিমান থাকা প্রযুক্ত আত্মাই ঐ সকল কর্ম্মের ফল স্বরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন যথা—

এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্বং পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মানেষু গুনৈরাত্মনি মন্যতে॥
তদস্য সংসৃতির্বন্ধ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতং।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিনো বৃতাত্মনঃ॥
কার্য্য কারণ কর্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।
ভোক্তৃত্বে সুখ দুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং॥

অস্যার্থঃ—

এবং পরাভিধ্যানেন, প্রকৃতিরেবাহং ইতি মননেন, প্রকৃতে র্গুণৈঃ ক্রিয় মানেষু কর্ম্মসু কর্তৃত্বমাত্মনি মন্যতে। ইত্যন্বয়। অর্থাৎ পরকে আমি অর্থাৎ প্রকৃতিই "আমি" এইরূপ জ্ঞান হওয়াতে সত্ব রজঃ ও তমঃ প্রভৃতি প্রাকৃত গুণ দ্বারা এই সংসারে যাবতীয় কার্য্য হইতেছে, আত্মা ঐ সকল কার্য্যে আমি কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। তদস্য পুরুষস্য সাক্ষিমাত্রত্বাৎ অকর্ত্তুরেব সতঃ কর্ম্মভির্বন্ধঃ। অর্থাৎ সেই জন্য আত্মা অকর্ত্তা, কেবল, সাক্ষি স্বরূপ হইয়াও তাহার এই কর্ম্মবন্ধ। ঈশ অর্থাৎ অপরতন্ত্র হইয়া ও তাহার এই ভোগপারতন্ত্র। নির্বৃতানঃ অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং সুখস্বরূপ হইয়াও তাহার এই জন্ম মৃত্যু প্রবাহ রূপ সংসার দুঃখ হইতেছে।

কার্য্য কারণ কর্তৃক অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় এবং দেবতাবর্গ এ সকলের তত্তদ্ভাব প্রাপ্তি বিষয়ে, পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকেই কারণ বলিয়া থাকেন, কেন না কুটস্থ আত্মার স্বতঃ বিকার নাই কিন্তু সুখ দুঃখ ভোক্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যে আত্মা তাহাকেই কারণ বলিয়া থাকেন। কেননা কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি কার্য্য মাত্রই জড়াবসান, এই জন্য তাহাতে প্রকৃতির প্রাধান্য পরন্তু ভোগ জ্ঞানাবসান এই জন্য তাহাতে চৈতন্যের প্রাধান্য।

অনাদি কাল হইতে ঈশ্বর বৈমুখ্য দোষে ভগবন্মায়া কর্তৃক আত্মার এই স্মৃতিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, অর্থাৎ যাহা আমি নহে, তাহাতে (সেই দেহেতে) "আমি" জ্ঞান, এবং যাহা আমার নহে, তাহাতে (পুত্র কলত্রাদির দেহেতে) "আমার" জ্ঞান অর্থাৎ অহং মম অভিমানকেই ভব রোগ বলে। এক্ষণে যদি কেহ বলেন যে অনাদি অজ্ঞানই এই ভব

রোগের নিদান, তাহা হইলে জ্ঞান লাভ দ্বারা জীব ভবরোগ হইতে মুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না কেন না শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে দেহ হইতে আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। অতএব আমি দেহ নহি তাহা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি। এক্ষণে জলন্ত অঙ্গার যদি আমার দেহের কোন স্থানে রক্ষা করা যায় তাহা হইলে দেহের সেই স্থান দগ্ধ হইবে, কিন্তু আমি দেহ হইতে পৃথক জ্ঞান সত্বেও "উহু পুড়ে মরিলাম" বলিয়া চীৎকার করি কি জন্য? আত্মা চৈতন্য বস্তু, জড়ের ধর্ম্ম উহাতে নাই। অর্থাৎ আত্মা অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন বা অগ্নিতে দগ্ধ, বায়ুতে শুষ্ক অথবা জলেরদ্বারা ক্লেদ যুক্ত হন না। যথা—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ॥
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
শ্রীভগবদগীতা। ২য় অঃ।

অতএব জানা যাইতেছে যে জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না, আর হইবেই বা কি প্রকারে? বায়ুপশমের জন্য পিত্তদমনের ঔষধ প্রয়োগে ফল হয় কি? ভবরোগের নিদান হইল ঈশ্বর বৈমুখ্য দোষ, অতএব ঈশ্বরে উন্মুখ হওয়াই উহার প্রকৃত ঔষধ! অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে ঈশ্বরে ভক্তি যোগই জীবের একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীবসন্তলাল মিত্র,
শ্রীবৃন্দাবন।

জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি?

বিষয়টী বড় গুরুতর। জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি—এ কঠিন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার; কারণ সৌন্দর্য্য

সকলের চক্ষে সমান নহে। আমার নিকট যাহা অতীব কমনীয় বলিয়া বোধ হয় অন্যের নিকট তাহা সুন্দর না হইলেও হইতে পারে। যাহাকে সৌন্দর্য্যের আদর্শ ভাবিয়া আমি হয়ত অতি স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি, অন্যে হয়ত তাহা দেখিয়া উপহাস করিলেও করিতে পারেন। প্রকৃতির স্নিগ্ধ দৃশ্য দেখিয়া কাহারও অন্তর পুলকিত হয়, কেহ বা তাহার বীভৎস দৃশ্য ভালবাসেন। স্বচ্ছ যমুনার জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, চন্দ্রালোকে সমস্ত জগৎ বিধৌত, মন্দ সমীরণ স্পর্শে যমুনার জল কাঁপিয়া উঠিল দেখিয়া কোন সৌন্দর্য্য-ভিখারী-প্রাণ বিস্ময় গান গাহিলেন—

"হেন নিশি, একা আসি, যমুনার তটে বসি,
হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভেসে যায়।"

আবার এমন হৃদয়ও আছে, যাহার উৎস এ প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে জাগরিত হয় না। গগনমণ্ডল ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইবে, চতুর্দ্দিকে প্রলয়ের সর্ব্বগ্রাসী ভীষণ মূর্ত্তি বর্ত্তমান থাকিবে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎও খেলিয়া অন্ধকারকে অধিকতর ঘনীভূত করিবে, তবে তিনি পরিতৃপ্ত হইবেন। তাই বলিতেছি সৌন্দর্য্য এক প্রকার নহে। মনুষ্যের রুচি এবং মানসিক প্রবৃত্তি অনুসারে সৌন্দর্য্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সকল মনুষ্যের মানসিক প্রবৃত্তি কখনও এক হয় না। অবস্থা অনুসারে দেশকাল ভেদে প্রবৃত্তির পার্থক্য হইয়া থাকে এবং সেই পার্থক্যের জন্যই সৌন্দর্য্যের বিভিন্ন বিভিন্ন আকার। এই কারণেই প্রথমে বলিয়াছি প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে কি তাহা নির্দ্ধারণ করা বড় সহজ কথা নহে। সকলের জন্য এক সাধারণ উত্তর এপ্রশ্নের হইতে পারে না; কেননা জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি, এ প্রশ্নের উত্তর যাহাই হউক না কেন তাহা কখনও সর্ব্ববাদী সম্মত হইতে পারে না।

ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি—যিনি ঈশ্বরের ধ্যানে সতত নিমগ্ন, পরমার্থ ধ্যান যাঁহার একমাত্র জ্ঞান, ঈশ্বরে ভক্তি যাঁহার একমাত্র সহায় এবং সম্পদ, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় 'জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি' তিনি বলিবেন ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই জীবনের সৌন্দর্য্য, ঈশ্বরের ভক্তিমালা যাঁহার হৃদয়ে অহরহঃ বিদ্যমান তিনিই প্রকৃত সুন্দর। নাস্তিককে জিজ্ঞাসা কর জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি, তিনি বলিবেন নৈতিক উন্নতিই জীবনের সৌন্দর্য্য। ঈশ্বরে ভক্তি কর বা না কর, যাহা কল্পনা বহির্ভূত তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর বা না কর কিন্তু জ্ঞান এবং শিক্ষানুমোদিত সৎপথ বিবর্জ্জিত হইও না। সমাজের উন্নতি সাধন কর, সমাজকে ঈশ্বর বলিয়া ভয় কর, মনুষ্যজাতির দুঃখে সহানুভূতি দেখাও এবং অন্যকে প্রতারিত করিয়া নিজে সুখী হইতে প্রয়াসী হইও না, তাহা হইলেই জীবনের সৌন্দর্য্য লাভ করিবে। সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা কর প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি? সন্ন্যাসী বলিবে আত্মার স্বাধীনতাই জীবনের সৌন্দর্য্য। কিসের জন্য সংসার, কয় দিনের জন্য সংসার, নদী হৃদয়ে জলবিম্ব প্রায় আজ আছে কাল নাই এবং সংসারের প্রতি এত লালসা কেন? যাহা মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হইতে পারে, একজনের অভাবে যে সংসার তোমার নিকট দুঃখের আগার হইতে পারে তাহার প্রতি এত ভালবাসা কেন? এ বন্ধন ছিন্ন কর, বিজন বনের নিবাসী হও, ছায় সংসার পানে আর চাহিও না, কঠোর ব্রত ধারণ কর, সংসারের মায়া সংসারের সুখের আশা জীবনের যাহা কিছু সব বিসর্জ্জন কর, আত্মা স্বাধীন হইবে, উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইবে। যিনি গৃহী তিনি বলিবেন 'সংসারের ভালবাসাই জীবনের সৌন্দার্য্য'। যে মায়ার আধিক্য বশতঃ আমরা দুঃখের জীবনও ছাড়িয়া যাইতে চাহিনা সেই মায়াই আমাদের জীবন সর্ব্বস্ব।

"This length of road, this rude bench one torturing hope endeared" সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হয়, সংসারের লোককে আমরা ভালবাসি, সেই ভালবাসার আবির্ভাবে সংসারে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই তাহাই জীবনের সৌন্দর্য্য।

সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এত বিভিন্ন মত কেন, তাহার কোনটী সত্য কোনটী মিথ্যা তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক সৌন্দর্য্য কি, আর মনুষ্য জীবনেই বা প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি, আমরা সেই সম্বন্ধে এখন দু চারিকথা বলিব। সৌন্দর্য্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বাহ্যিক সৌন্দর্য্য এবং অন্তরের সৌন্দর্য্য। বাহ্যিক সৌন্দর্য্য যতই মহৎ হউক না কেন আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনায় ইহা অতি তুচ্ছ পদার্থ। সুতরাং আমরা বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের কথা পাড়িব না, অন্তরের অথবা প্রকৃত সৌন্দর্য্য যাহা তাহাই নির্দ্দেশ করিব। এ সৌন্দর্য্য কি? কোন পদার্থের সদ্‌গুণকেই প্রকৃত সৌন্দর্য্য বলে। কোকিলের সৌন্দর্য্য তাহার কুহু স্বর; ফুলের সৌন্দর্য্য তাহার সুগন্ধি, চন্দ্রের সৌন্দর্য্য তাহার সুস্নিগ্ধ রশ্মি। এই সমুদায় গুণ যদি ইহাদের না থাকিত তাহা হইলে কবি জগতে আজ ইহাদের এত গৌরব থাকিত না। সক্রেটিসের কদাকার চেহারা আজ কেহই মনে করিয়া রাখিত না, যদি তাঁহারা অন্তরে অশেষ গুণাবলী লুক্কায়িত না থাকিত—যেমন জন্মিয়াছিলেন তেমনই বিলীন হইয়া যাইতেন। এসমস্ত কথায় অনেকে মনে করিতে পারেন বাহ্যিক সৌন্দর্য্য কিছুই নহে। আমি সে কথা বলিতেছি না। আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনায় বাহ্যিক সৌন্দর্য্য যে নিষ্প্রভ এবং সামান্য তাহাই আমার বলিবার উদ্দেশ্য। যাহাই হউক প্রকৃত সৌন্দর্য্য অন্তরের জিনিষ—বাহিরের নহে। তাহাই যদি না হইবে রাজার

ছেলে রাজা হইয়া রাজ্য ছাড়িবে কেন? আমরা সকলে পার্থিব সুখের প্রয়াসী। ধন সম্পদ পাইলে আমাদের জীবনের আশা মিটিল। পর্ব্বত পরিমাণ উচ্চ অট্টালিকা সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া থাকিবে, মেদিনী কাঁপাইয়া দাপটের সহিত চৌঘুড়ি হাঁকিব, সম্পদশালী হইয়া অন্যকে নিষ্পীড়ন ও পদদলিত করিব এবং যে বাসনাই হউক না কেন হৃদয়ে আসিবামাত্র তাহার পরিতৃপ্তি সাধন করিব, ইহাই যদি করিতে পারিলাম তবে মনে মনে একটু অহঙ্কার জন্মিল একটু সুখও হইল, কেন না হাম্‌তো বড়া হ্যায়। এইত আমাদের সৌন্দর্য্যের চরমসীমা। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, যাহার এ সমুদায় কিছুরই অভাব ছিল না, সে ব্যক্তি সে সমুদায়ই পরিত্যাগ করিল। রাজ্য ছাড়িল, নব প্রসূত সন্তান ছাড়িল, পিতামাতা ভাই বন্ধু পরিজন সংসার যাহারা সুখ এবং বন্ধন, সে সব পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলেন। বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী হইয়া রাজ্য মান পায়ে ঠেলিয়া সংসারে যে খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার সহিত কি অন্য কিছুর তুলনা হয়? তাঁহার আত্মবিসর্জ্জন, তাঁহার পরদুঃখ কাতরতা, জীবের উদ্ধার সাধনের জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা, অকাতরে পরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার অকপট বাসনা এ সমুদায় কি বুদ্ধ দেবের জীবনের অতুল সৌন্দর্য্য নয়? বুদ্ধ দেবের জীবনের কেন, এ সমস্ত গুণ কি মনুষ্য জীবনের সৌন্দর্য্য নহে? কোন প্রাণী একাল পর্য্যন্ত আত্মবিসর্জ্জন এবং পরদুঃখে সহানুভূতি ব্যতিরেকে এসংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়াছেন বলিতে পার? আলেকজণ্ডর এবং সিজার, উভয়েই প্রথিত নামা। স্বীকার করি তাঁহাদের নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল। সিজার পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু নিজের হৃদয়ের রাজা হইতে পারিয়াছিলেন কি? দক্ষিণ বাহুতে তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল, বটে কিন্তু হৃদয়ে

তাঁহার কতটুকু শক্তি ছিল? ক্লিয়োপেট্রার লাবণ্য-রজ্জুতে কি তিনি বাঁধা পড়েন নাই? রাজা হইবার অদম্য পিপাসা কি তাঁহার হৃদয়ের বলবতী ছিল না? দুই হস্তে অসি ধারণ করিয়া মনুষ্য জাতির রক্তে জগৎকে কি প্লাবিত করেন নাই? আজ তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া এ সংসারে কে মহৎ হইয়াছে? তিনি মহৎ হইয়াছিলেন কিন্তু ভাবিয়া দেখ সে মহত্ব এখন কোথায়? অসীম সংসার পানে চাহিয়া দেখ তিনি জগতের কি উপকার করিয়া গিয়াছেন? কিছুই নহে—যে রক্তপাত হইয়াছিল তাহা বহুকাল হইল ধুইয়া গিয়াছে এখন আর তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। তাই বলি বাহুবল অতি সামান্য। বাহুবলের সহায়তায় জীবনের উন্নতি হয় না—সংসারেরও উপকার হয় না। নৈতিক বলই প্রকৃত বল। যত প্রকার শক্তি জগতে আছে সমুদায়ই নৈতিক বলের নিকট নতশির হইবে। আজই না হউক কালই না হউক দশদিন পরে হইবেই হইবে। নৈতিক বলের ধ্বংশ নাই। সংসার ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধদেব বহুকাল হইল অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন, কিন্তু আজও লোকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া তাঁহার চরিত্রের আদর্শ লইয়া মহৎ হইতেছে। পরদুঃখ কাতরতা এবং অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন তাঁহার জীবনের সৌন্দর্য্য ছিল—শত শত লোক সেই আদর্শ ধরিয়া তাহাদের চরিত্র অলঙ্কৃত করিবে।

নৈতিক বল ও বাহুবলের দৃষ্টান্ত দেওয়াতে আলেকজণ্ডার এবং সিজারের চরিত্রে দোষারোপ করা হইয়াছে। ইহাতে কেহ ভাবিবেন না যে ওয়াসিংটনের ন্যায় বীর চূড়ামণিকে আমরা ভালবাসি না। তিনি বাহুবলে স্বদেশে স্বাধীনতা সংস্থাপন করিয়া ছিলেন বটে কিন্তু বাহুবল অপেক্ষা তাঁহার নৈতিক বল অধিক প্রবল ছিল।

মাতৃভূমি বৈরী পদতলে নিষ্পেষিতা হইতে ছিল ইহা তাঁহার বীর-হৃদয়ে অসহনীয় হইয়াছিল—তাই অসি ধরিয়াছিলেন। আমি বড় হইব, স্বদেশ বাসী আমাকে রাজা করিবে, এ অসার আশা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাঁহার মনে এরূপ দুরভিসন্ধিছিল না যে দিগ্বিজয় করিতে গিয়া অসংখ্য দেশ ভস্মীভূত করিবেন। স্বদেশ উদ্ধারের জন্য খড়্গ ধরিয়াছিলেন সে অভিলাষ পূর্ণ হইলে সে অসি আবার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অন্তঃকরণে যাঁহার দম্ভ নাই, নিপীড়িতের দুঃখ মোচনের জন্য যিনি অসি ধরেন, তিনি মহৎ ভিন্ন আর কি? বৃথা শোণিত প্রবাহে পৃথিবীকে ভাসাইতে তাঁহার বাসনা ছিল না, যাহা অনিবার্য্য তাহাই ঘটিয়াছিল। বাহুবল বাঞ্ছনীয় যদি নৈতিক বলের অনুবর্ত্তী হয়—নহিলে নিকৃষ্ট জীবের মধ্যেও বহুল পরিমাণে পাশবিক বল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ওয়াসিংটনের বীরত্ব, নৈতিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং তাঁহার জীবন সৌন্দর্য্যময়।

জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি, একথা বলিতে গিয়া আমরা অনেক কথা লিখিলাম। আমরা আত্ম বিসর্জ্জন এবং পরদুঃখকাতরতা সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিয়াছি মাত্র। ইহা ভিন্ন অন্যান্য গুণও চরিত্রের মাহাত্ম্য বাড়াইয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে বিনয় একটী প্রধান গুণ। তাঁহার জলন্ত দৃষ্টান্ত যীশুখ্রীষ্ট এবং আমাদের অতুলনীয় অক্ষয় গৌরব স্তম্ভ শ্রীচৈতন্যদেব। ইঁহারাও আত্মত্যাগ এবং বিশ্বজননী প্রীতির আদর্শ। বুদ্ধদেবের ন্যায় ইঁহারাও সন্ন্যাসী ছিলেন। "আমি মহৎ" ইঁহারা এ জ্ঞান বর্জ্জিত ছিলেন। ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতেন। তাহার জন্য কতদুঃখ লাঞ্ছনাই যে অকাতরে সহ্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। যিশু প্রাণে মরিলেন কিন্তু

শত্রুগণ যখন তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিতেছে তখনও তাঁহাদেরই জন্য মঙ্গল কামনা—ইহাপেক্ষা সৌন্দর্য্য আর কি হইতে পারে জানি না। এই অমানুষিক সৌন্দর্য্যের গুণেই ইউরোপ খণ্ডে যীশু খ্রীষ্টকে এবং বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর বলিয়া আরাধনা করা হয়।

আপনাদের সমক্ষে এই তিন জন যোগীঋষির দৃষ্টান্ত দিলাম, কেন যে প্রকৃত সৌন্দর্য্য তাঁহাদেরই ছিল। সেই জন্য কি সকলকে সংসার বিরাগী হইতে হইবে? তাহা নহে—এই সংসারে থাকিয়া কেমন করিয়া মহৎ হইতে হয়, আর প্রকৃত মহত্বই বা কি, তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সকলে তাঁহাদের মত হউক ইহা অভিপ্রেত নহে। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত লইয়া জগৎ উন্নত হউক ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। সংসারে থাকিয়া কি উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইতে পারে না? অবশ্যই পারে। সে দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

পরদুঃখে যাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছে, দুঃখীর শোকাশ্রু মুছাইবার জন্য যিনি সর্ব্বদা অঞ্চল প্রসারিত করিয়া থাকেন, তিনিই মহৎ। নিঃসহায়কে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য Wilberforce এর প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল তাই ইতিহাস তাঁহাকে লইয়া উজ্জ্বল। সতীদাহ দেখিয়া রামমোহন রায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাই তিনি আজ বঙ্গদেশের গৌরব। বিদ্যাসাগরের চিতানল আজও যেন ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলিতেছে। সে মহাত্মার মহিমা কখনও কি নিষ্প্রভ হইবে? সে জীবনের সৌন্দর্য্য জ্যোতিঃ কখনও নির্ব্বাণোন্মুখ হইবে না। বঙ্গ-দেশে বিধবা নাম বিলুপ্ত হইবে না, কেহ বিদ্যাসাগরকে ও ভুলিবে না। দীন দুঃখীর অশ্রুজল কখনও শুকাইবে না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের সহানুভূতিও কেহ বিস্মৃত হইবে না, ইঁহারা সংসারী ছিলেন। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার সহিত সংগ্রাম করিয়া মহৎ হইয়া-

ছিলেন। পরদুঃখ কাতরতা সহৃদয়তা আত্মবিসর্জ্জন ইহা সংসারীর পক্ষে অসম্ভব নহে। এই সমস্ত গুণাবলী অর্জ্জন করিতে প্রয়াসী হও। জীবন সুখময় হইবে। পরদুঃখ মোচনে ব্রতী হও। এই প্রকৃতিই জীবনের মহত্তর সৌন্দর্য্য—ইহা ভিন্ন মহত্তর গুণ আর কি হইতে পারে জানি না। অসার সংসারে, ক্ষণ স্থায়ী জীবনে যদি কিছু সার থাকে, তবে সে স্বার্থ-ত্যাগ এবং পরহিত ব্রত। সেই জন্যই কবি বলিয়াছেন "ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলিয়া যায়—তবে পরোপকার সে লাভ।"

শ্রীআশুতোষ পাঁড়ে।

কৃষ্ণনগর।

কালিদাস প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কালিদাসের স্বভাববর্ণনা অতি চমৎকার। তিনি মেঘদূতে পর্ব্বত নদী ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ও রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনাকালে পারস্য প্রভৃতি দেশের এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে বিশিষ্টরূপে চক্ষে দেখিয়াও সেরূপ বলা যায় না। বনের শোভা কি চমৎকার! কুমার সম্ভবে হিমালয়বর্ণনাদি এরূপ চমৎকার যে সেরূপ নেত্রগোচর করিয়া উপলব্ধি করা নরের পক্ষে সাধ্যাতীত। এই ত স্থলশোভা সম্বন্ধে। অগাধ সমুদ্র অনন্ত জলরাশি গগ প্রান্তে গগনের সহিত মিশিতেছে—যেন নাচে বারি রাশির নীলপ্রভা গগনের নীলিমার সহিত মিশিতেছে। আহা জলধির সৌন্দর্য্য কালিদাসই দেখিয়াছেন। বর্ণনা পাঠে প্রাণ মন যেন পুলকিত হয়। একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

"দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী
তমালতালী বনরাজিনীলা।
আভাতিবেলা লবনাম্বুরাশে
র্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥"

তা'র পর রথারোহণ পূর্ব্বক ত্রিদিব হইতে ভূতলে অবতরণ। পাঠক! এদৃশ্য দেখিলে কি মন আনন্দে উথলিয়া উঠে না? ইহাও কালিদাস 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে' দেখাইয়াছেন। অতঃপর আর স্বভাব বর্ণনার বাকি কি রহিল? ভূতল পাতাল ও স্বর্গ তিন ভুবনের দৃশ্যই কলিদাস দেখিয়াছেন। ঋতুসংহার নামক গ্রন্থে কালিদাস গ্রীষ্ম বর্ষাদি ষড় ঋতুবর্ণনাতে পত্রপুষ্পফলে বসুমতী কিরূপ সুসজ্জিতা হন তাহাও দেখিয়াছেন। আবার মানবাদি সকলের লীলাদিও বর্ণনা করিয়াছেন। দেবগণের কার্য্যকলাপ, ঋষিগণের যাগযজ্ঞ, শূরগণের বীরত্ব কাহিনী, দেবাসুরের যুদ্ধ, নৃপতিগণের ধর্ম্মকর্ম্ম, প্রজাপালন ইত্যাদি সমস্ত কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন।

কালিদাসের সমস্ত পুস্তক পাঠ করিলে দেখা যায় যে তিনি বিশেষ কিছুই বর্ণনা করিতে বাকি রাখেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে কালিদাস চরিত্রসৃষ্টি তত অধিক করেন নাই কিন্তু তৎপ্রণীত গ্রন্থে তিনি বিভিন্নচরিত্র ব্যক্তি অনেক সৃষ্টি করিয়াছেন দেখা যায়। রঘুবংশে তিনি মহৎ চরিত্রের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। উহাতে উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট চরিত্র নৃপতিবৃন্দেরও বর্ণনা আছে। কুমারসম্ভব কাব্যের উমাচরিত্র কালিদাসের চরিত্র সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা। নলোদয়ে নলরাজাও সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন। তারপর মালবিকাগ্নিমিত্র, শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশী নাটকত্রয়ে অনেক প্রকার চরিত্র পাওয়া যায়। কালিদাসের সময়ে অর্থাৎ

তৎকালে সমাজে যত প্রকারের লোক দৃষ্টিগোচর হইত তত প্রকার চরিত্রই কালিদাস আঁকিয়াছেন। উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার চরিত্রের লোকই কালিদাসের নাটকান্তর্গত।

অভিজ্ঞান শকুন্তল তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। ইহাতে যেন তাঁহার সমস্ত বিষয়ের কেন্দ্রীকরণ হইয়াছে। ইহাতে রাজা, ঋষি, বিদূষক, কঞ্চুকী, ধীবর, রাজপুরুষ, শ্রেষ্টি, দিব্যপুরুষ, অপ্সরা, রাক্ষস সমস্তই আছে। বিদেশীয় জার্ম্মাণ মহাকবি গেটে শকুন্তলার অনুবাদ পাঠ করিয়া মোহিত হইয়া লিখিয়াছেন ;—"যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরতের ফল লাভের, অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে হে অভিজ্ঞান শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি, এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।"

অনেকে মহাকবি কালিদাসের সহিত মহাকবি সেক্ষপীয়রের তুলনা করিয়া থাকেন। দুইজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা বলা সুকঠিন। কেহ বলেন কালিদাস ভারতের কবি আর সেক্ষপীয়র জগতের কবি। পণ্ডিতবর উইল্‌সনের মতে কালিদাস সেক্ষপীয়র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটককার। উইল্‌সন লিখিয়াছেন ;—"যদি সমস্ত জগতের সৌন্দর্য্য কেহ একস্থানে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল অধ্যয়ন করুন।" তবেই দেখা যাইতেছে যে এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। আমারা দেখিতে পাই যে যাহা সুন্দর তাহাই কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা সুন্দর নহে তাহার অবতারণা করেন নাই। সেক্ষপীয়র সুন্দর অসুন্দর সমস্তই দেখাইয়াছেন।

মানবপ্রকৃতির অন্তর্গত রাগদ্বেষ হিংসাদি কালিদাস আদৌ অঙ্কিত করেন নাই। কালিদাসের গ্রন্থাবলীতে একটী ইয়াগো বা ম্যাক্‌বেথের ন্যায় প্রকৃতির লোক কদাচ দৃষ্ট হয়।

কালিদাসের সহিত ভবভূতিরও তুলনা হইতে পারে। উভয়েই একদেশীয় মহাকবি। উভয়েই জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত দুইজনে সমসাময়িক নহে এইমাত্র প্রভেদ। ভবভূতি পরবর্ত্তী কবি। কালিদাসের রচনায় মাধুর্য্যগুণ প্রধান। ভবভূতির রচনায় ওজো গুণ প্রধান। অথবা কালিদাসের রচনা অমৃতময়ী, ভবভূতির রচনা অম্লামৃতময়ী। ভবভূতির বীররসের অবতারণা প্রকৃতই চমৎকার। কালিদাসের বীররসের অবতারণা বড় অধিক তেজস্বিনী বোধ হয় না। রঘুবংশে অজরাজার শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ এবং অবশেষে সম্মোহন বাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক উহাদের নিদ্রিত করণ,—এই বিবরণও উত্তর চরিতে রামের সহিত লবকুশের যুদ্ধ এবং পরস্পরের বীর বাক্য প্রয়োগ এই দুইটী একত্রে পাঠ করিলে উক্ত কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

কালিদাসের সময়ে অধিকাংশ লোক কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছিল। উহাদের আত্মসংযম ছিল না। সুখভোগকেই উহারা জীবনের হেতু ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকে স্বর্গের সেতু মনে করিত। কালিদাস নিজেও ঐ দোষ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। উঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই আদিরসাশ্রিত।

কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভার 'রত্নগণ' মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন। তাঁহার তুল্য বিদ্বান ব্যক্তি তৎকালে ছিল কি না সন্দেহ। তৎকালে প্রচলিত সকল বিদ্যাতেই তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। চতুঃষষ্টী কলাতে তিনি বিশিষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। মালবিকাগ্নিমিত্র নামক

নাটকে তিনি নৃত্যগীতাদিতে যে পারদর্শী ছিলেন তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। বিক্রমোর্ব্বশীনাটকেও নাটক সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ভূতত্ত্ববিদ্যা ভূগোল বিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতিতে ও স্বাস্থ্য বিষয়ে, স্বপ্ন ফলাফল বিষয়ে কালিদাসের বিশেষ জ্ঞান ছিল। বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনেক কথা তাঁহার কাব্য মধ্যে পাওয়া যায়। 'রঘুবংশে রঘুর জন্মকালে পাঁচটি নক্ষত্র তুঙ্গস্থান অধিকার করিয়াছিল' 'চন্দ্র দর্শনে সমুদ্র উথলিয়া উঠে, প্রভৃতিই উহার দৃষ্টান্ত। তাঁহার কাব্য পাঠে তৎকালের প্রচলিত আচার ব্যবহার, রীতি নীতি অনেক জানিতে পারা যায়। ফল কথা কালিদাস একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। সর্ব্বপ্রকার প্রসঙ্গ তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে থাকিলে ও তাহা পাঠকে অপ্রীতিকর নহে। তিনি যাহাই লিখিয়াছেন। তাহাই মধুরর হইয়াছে। আর কোনও কবির রচনা ওরূপ মধুর হয় নাই। কালিদাসের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল বলিয়াই তাঁহার লেখনী হইতে অবিরত অমৃতময়ী রচনা বাহির হইয়াছে।

শ্রীবিপিনবিহারী সেন গুপ্ত।

সমাপ্ত।

নাটকের অপর পৃষ্ঠা।

বৃদ্ধ ও যুবা।

শৈশবপুর—পল্লিগ্রামস্থ চণ্ডিমণ্ডপ।

যুবা।—আপনাদের সেকেলে সবই এক রকম। বসে বসে ভড় ভড় করে তামাক খাচ্চেন। তামাক নিয়ে এসরে, হুকা নিয়ে এসরে, জল পোররে, ছিঁচ্‌কে দাওরে, হুকায় তেল মাখাওরে, টিকে নিয়ে

কেন দেখিনু তাহায়?

কেন দেখিনু তাহায়?
আধ অন্ধকার ছায়,
জোছনায় ভায়,
নর বাসন্তী সন্ধায়।

দেখিনু তাহায়?
আকাশের তারা শশী,
সে মুখের সুধা হাসি,
জীবনের বাসন্তী সন্ধ্যায়।

কেন দেখিনু তাহায়?
মৃদুল জোছনা লোকে,
হাসিতে ছিল পুলকে,
জীবনের বাসন্তী সন্ধ্যায়

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী।

অতৃপ্ত বাসনা।

(১)

শুনে যদি মিটিত রে মনের পিয়াস,
দেখে যদি, ঘুচিত রে জীবনের আশ,
তবে প্রাণ কেন হায়
আরো যেন কিছু চায়;
কেন আরো শত গুণে হ'তেছি নিরাশ!
তবে কি এ ধরা মাঝে,
শান্তি নাহি কোন কাযে,
নাহি কিরে কোন কাযে সুখের আভাস!
চিরকাল দুঃখে রব মিটিবে না আশ।

(২)

হে বিধি! তোমার হিয়া এতই কঠিন,
চিরকাল আমারে কি রাখিবে মলিন?
হৃদয়ের ভাল বাসা,
জীবনের সার আশা,
তাওকি বাসিতে হায় দিবেনা দুদিন!
চিরকাল শোকভারে,
রাখিতে আচ্ছন্ন ক'রে,
এনেছ কি ধরাপরে, ওহে প্রেমাধীন!
চিরকাল পৃথিবীতে রব আশাহীন?

শ্রীরঙ্গলাল রায়। কাঁথি।

ব্যথিত।

১

শুধু ছুটে আশা সার।
দেখেছিনু মরীচিকা, দেখেছিনু প্রহেলিকা,
দেখেছিনু রূপ-বহ্নি তীব্র লালসার;
স্মৃতির আলোক মাখি' ভেসেছিল দুটী আঁখি
—স্মরি সে বিহ্বল দৃষ্টি—ক্ষুদ্র বালিকার।
এবে ছুটে আসা সার।

২

তুলিয়াছি যবনিকা;
ছুটে এসে দেখি শুধু, দূরে সে বালিকা বধূ,
দূরে গেছে রবি-তাপে স্বচ্ছ নীহারিকা;
শ্রাবণের স্নিগ্ধ নীরে, কাঁদিয়াছি নত শিরে,
ভাদর মুছায়ে গেছে শ্রান্ত অশ্রুধার;
সে কই এলনা আর।

৩

প্রবাসে কাঁদিত প্রাণ;
সেও ভাল সেও ভাল, এযেগো আধার কালো
কত আশা, কত প্রীতি নিরাশায় ম্লান।
রাঙা মেঘ রাঙাঠোঁটে তারকাচুমিতেছোটে,
ভ্রমর গুঞ্জরি' উঠে, গায় প্রেম-গান।
কি কঠিন তার প্রাণ!

৪

যাক সে পাষাণী বালা;
সেথা নিয়ে সুখেথাকে, থাকসে, ডেক'না তা'কে
সাজা'ব বাসর মোর ল'য়ে অশ্রুমালা;
কেন মরি ঘুরে ঘুরে? রয়েছে—থাকসে দূরে
চুরি ক'রে উদাসীর উদাসীন প্রাণ,
নিয়ে তার অভিমান!

৫

সুধুছুটে আসা সার!
কেন লুকোচুরি খেলা? উঠিল প্রভাত-বেলা
মাধবী-মালতী-বনে জাগাব উষার;
আবাহন-প্রেম-গীতি, প্রেম তান নিতি নিতি
ব'বে প্রেম মন্দাকিনী হৃদে অলকার;
মুছে ফেলি অশ্রুধার।

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী। কোন্নগর।

যেওনা।

কি দোষে কেন গো নাথ
যাবে মোরে ছাড়িয়ে।
পায়ে পড়ি সব কথা,
শুনি বল খুলিয়ে।
অথবা কি ব্যথা নাথ
পেয়েছ ও হৃদয়ে।
যার তরে যেতে চাও
অধিনীরে তেজিয়ে।
তুমি গেলে কি লয়ে গো,
এবিজনে থাকিব।
ব্যথা পেলে কার বুকে,
মাথা রাখি কাঁদিব।
কার আদরেতে আমি,
আদরিণী হইব।
নিশা জাগি কার সাথে,
কত কথা কহিব।
সুহাসিনী বলে হায়,
কপোলে কে চুমিবে।
আঁখি জল দেখি মোর,
আঁচলে কে মুছিবে॥
কার পা' দুখানি লয়ে,
হৃদে রাখি সেবিব।
কার মুখ পানে চেয়ে,
এজীবন যাপিব।
দেবতা চাহিনা আমি,
তুমিই দেবতা মোর।
তব পদে প্রাণ ঢালি,
যেন থাকি হ'য়ে ভোর।
শেষ নিবেদন মম,
নাথ তব চরণে।
তুমি গেলে আমি হায়,
মরিব গো জীবনে।

শ্রীমতী হেমলতা দাসী। বাজড়া।

শারদীয় পূর্ণশশী।

কেমন বরণ তব
কিবা শোভাময় কর
ভাসে নীল গগনের কোলে।
শারদীয় পূর্ণ শশী
মুখে উজলিছে হাসি
দেখি যথা জাহ্নবীর কূলে।
ক্ষণে দেখা নাহি পাই
হও ঢাকা মেঘে ওই
ভাবি তাই সদা মনে মনে।
আবার তোমায় দেখি
পুলকে জুড়ায় আঁখি
কত কথা কহি বন্ধু সনে।
আকাশে তোমার ছবি
পারে কি রচিতে কবি?
হাসে স্বর্ণ আলেতে কানন।
গঙ্গার বিশাল বক্ষ
ভাসে তরী লক্ষ লক্ষ
কিরণেতে আনন্দ ভুবন।
বসে আছ তারা কূলে
হীরা মণি মুক্তা জ্বলে
তব কাছে আসিছে চকোর।
ফুল্ল রূপ সুধা পান
করিয়া প্রফুল্ল প্রাণ
ঘুরে ঘুরে আবেশে বিভোর।
হাসে চাঁদ গগণেতে
হাস তুমি পৃথিবীতে
তুলি তব যশের কিরণ।
সাধি সব নিজ কায
ধরাকে পরাও সাজ
মিলাইয়া রতনে রতন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসাক।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

উভয়ে অপ্রতিভ।—রোগী। ডাক্তার বাবু, আপনাকে ডাকাইয়াছি সত্য, কিন্তু বলিতে কি আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে আমার আদৌ আস্থা নাই।

ডাক্তার। তা না থাক্, এই যে গোচিকিৎসকের প্রতি গরুর ভক্তি হয় না, কিন্তু আরাম হয়ত বটে।

* * *

নগেন। তোমার স্ত্রী কি বড় বাচাল?

যোগেন। তা' আর বল্‌তে, সে হাঁ না করে হাই তুল্‌তে পারে না।

টেলিফোনে বিবাহ।—সুসভ্য মার্কিন দেশে ৭৮ মাইল দূরবর্ত্তী থাকিয়া হেন্‌রি রাণ্ট (Henry Rantz) ও নেলী ম্যাক্‌সেল (Nellie Maxwell) সম্প্রতি টেলিফোনের দ্বারা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। বর New Yorkএ পুরোহিতের দ্বারা মন্ত্র পড়াইয়া কয়েকজন বন্ধুসহ তারঘরে গেলেন; অপর দিকে Willamsport নামক স্থানে কন্যাযাত্রীরা কন্যা লইয়া সেই সময় অপেক্ষা করিতে ছিলেন। টেলিফোনে উভয়ের মন্ত্রোচ্চারণ করাইয়া প্রাণের আদান প্রদান হইয়া গেল। পাশ্চাত্য প্রথা অনুসারে কন্যাপক্ষীয় পুরোহিত কন্যাকে অঙ্গুরী পরাইয়া দিল এবং বরের হইয়া চুম্বন করিল। এই বিবাহ আইন সঙ্গত, এবং শুদ্ধ নূতনত্বের খাতিরে তাহারা এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। বাকী এখন টেলিফোনে জন্ম ও মৃত্যু !!

* * *

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।—কোনও নাট্যশালায় শুম্ভ নিশুম্ভের অভিনয় হইতেছে এমন সময় গ্যাস কোম্পানীর লোক কএক মাসের বাকী পাওনার তাগাদা করিতে আসিল। নাট্যশালার অধ্যক্ষ সে সময় রঙ্গমঞ্চে ইন্দ্রের অভিনয় করিতেছিলেন। তাঁহার ভৃত্য অনেক মিনতি করিয়া তাগাদাদারকে প্রভুর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিল, কিন্তু সরকারি লোক দিনের বেলা রঙ্গভূমি বন্ধ থাকাতে কয়েক বার আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পায় নাই; তাই রাত্রে এই সুযোগে বড় জুলুম আরম্ভ করিল। বলিল—এখনি টাকা পরিশোধ না করিলে গ্যাস পাইপ কাটিয়া আলোক বন্ধ করিব। ভৃত্য বেগতিক দেখিয়া একটা লম্বা মোটা জামা জড়াইল ও একটা

কৃত্রিম দাড়িগোঁফ পরিয়া ও একখান তরবারি ঝুলাইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রভুর সম্মুখে আভূমিনত অভিবাদন করিয়া নাটকীয় সুরে বলিল;—

"হের দেব! দাঁড়াইয়া দ্বারে দৈত্য,
চাহে কর নহে উপাড়িবে সূর্য্যে;
নিভাবে দেউটী অমরার।"

অধ্যক্ষ মহাশয় ভৃত্যকে হঠাৎ তদবস্থায় দেখিয়া এবং তাহার বাক্য ও ভঙ্গিতে ব্যাপার কতক বুঝিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—

"যাও দ্বারি, ত্বরায় ভেটিব ছুষ্টে ত্রিদিব তোরণে।"

* * *

মুখস্থ বিদ্যা।—Prince of Wales মান্দ্রাজে একটি স্কুল পরিদর্শনে আসেন। যদি তিনি কোনও ছাত্রের সহিত কথা কহেন এই জন্য ' Your Royal Highness' কথা কয়টি ভালরূপে সকলের কণ্ঠস্থ করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যুবরাজ একজনকে একটি Prismatic Compass দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কি? বালক থতমত খাইয়া বলিল, 'As Royal Compass your prismatic Highness.'

* * *

উঁচু কপাল।—ছুষ্ট বালক স্কুলে মারামারি করিয়া কপাল কাটিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলে তাহার পিতা জিজ্ঞাসা করিল হ্যাঁরে, কপাল কাট্‌লি কি ক'রে?

বালক। কই, বাবা?

পিতা। ওই যে তোর কপাল প্রায় এক ইঞ্চি কাটা?

বালক। ও আমি নিজে কাম্‌ড়েছি।

পিতা। তবে রে পাজি, নিজের কপাল নিজে কাম্‌ড়ালি কি করে?

বালক। কেন বাবা, চেয়ারের উপর উঠে নাগাল পেলুম, তার পর কাম্‌ড়ালুম ?

* * *

সজাগ পিতা।—উপরোক্ত বালক একদিন দেখিল ছাদের উপর একটা ঘুঘু বসিয়া রহিয়াছে ; সে পিতাকে অনেক বার ঘুঘু শিকার করিতে দেখিয়াছিল, এক্ষণে তাহারও শিকার করিবার সখ হইল। আস্তে আস্তে পিতার ভরা বন্দুকটি আনিয়া যে ঘরে তা'র পিতা নিদ্রা যাইতেছিল সেই ঘরের জানালা হইতে ঘুঘুটা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িল। অবশ্য ঘুঘুর কিছু হইল না, কিন্তু তার পিতা শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ভীতভাবে চিৎকার করিয়া উঠিল। বালক অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জিত ভাবে বলিল "বাবা, তোমার ঘুম ত খুব সজাগ, আমি এত সাবধানে আস্তে আস্তে বন্দুকের ঘোড়া টান্‌লুম, তবুও তুমি উঠে পড়লে !"

* * *

চতুরে চতুরে।—কোনও শীত প্রধান দেশে একটী শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া একটী স্ত্রীলোক ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছে। এক দয়াবান ব্যক্তি তাহার হস্তে একটী পয়সা দিতে আসিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "একি, এ যে দেখছি মাটীর শিশু !" স্ত্রীলোক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "আজ্ঞে হ্যাঁ, বড় ঠাণ্ডা বলে আসল শিশুকে বাড়িতে রেখে এসেছি।" ভদ্রলোকটী তাহার হস্তে একটী অচল পয়সা দিয়া বলিল "ভাল পয়সা গুলো বাড়িতে রেখে এসেছি।"

* * *

রুষ রাজ্যে ষাট প্রকার ভাষা ব্যবহৃত হয়।

* * *

প্রয়োজনীয় পুস্তক।—পুস্তক বিক্রেতা।—সাঁতার সম্বন্ধে এর চেয়ে ভাল বই আর নাই। এ বই এক খানা বাড়িতে থাকিলে হঠাৎ কোন বিপদ হ'লে খুব উপকার হ'তে পারে।

পল্লিগ্রামবাসী ক্রেতা। সত্যি নাকি ?

পুস্তক বিক্রেতা। নিশ্চয়ই, আপনি যদি কখনও জলে ডুবেন, তখনি ১০৩এর পাতা খুলে দেখ্‌বেন কিরকমে আত্মরক্ষা করিতে হয়।

* * *

প্রশ্নোত্তর। কে মানে না পরলোক পুণ্যপাপ চয় ?
—নাই যার হৃদয়েতে পরলোক ভয়।

কে ভাবে সুখের সেতু বিষয় সেবন ?
—মহেশের প্রতি প্রীত নহে যার মন।

কে নিন্দে আনন্দমনে দেখিয়া সুজন ?
—দ্বেষের দেশেতে করে বসতি যে জন।

কে করে অন্যায় পথে সদা বিচরণ ?
—স্বার্থসিদ্ধি প্রতি যার নিয়ত নয়ন।

* * *

অনিদ্রার ঔষধ।—ক। কাল ঘুম হ'য়ে ছিল ত আমার উপদেশ মত ১ থেকে গুণতে আরম্ভ করে ছিলে ?

খ। হ্যাঁ, আঠার হাজার পর্য্যন্ত গুণে ছিলেম।

ক। তার পর বুঝি ঘুম এল ?

খ। না, তার পর দেখি সকাল হয়েছে, কাযেই উঠ্‌তে হ'ল।

উত্তরাধিকারীর ভাবনা নাই।—এক জন কৃষক কিছু টাকা জমাইয়া ছিল। আর একজন কৃষক একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "ভাই তুই অত টাকা করবি কি?"

প্রথম কৃষক। কেন ছেলেকে দিয়ে যাব?

দ্বিতীয় কৃষক। যদি ছেলে না হয়?

প্রথম কৃষক। তাহ'লে পৌত্তুরকে দেব।

* * *

কার্য্যকারিতা রায়।—মার্কিণ যুক্তরাজ্যের একজন বিচারপতি কোনও মূর্খ আসামীর প্রতি সামান্য অপরাধে এই আজ্ঞা দেন যে যতদিন না সে লেখা পড়া শিখিবে ততদিন তাহাকে কারাবাসে থাকিতে হইবে। আর একজন আসামী লেখা পড়া জানিত, তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হইল যে পূর্ব্বোক্ত কয়েদীকে কারাগৃহে লেখা পড়া শিখাইতে পারিলেই তাহার অব্যাহতি হইবে। তিন সপ্তাহ পরে কয়েদীদ্বয় নিজ নিজ কার্য্য করিয়া মুক্তি পাইয়াছিল।

গান।

কাতরে কি নিদয় হলে? (ওমা তারা)
বিঘোরে পড়িয়ে শ্যামা ডাকি গো মা বলে।
হইয়া পাষাণের সুতা, জাননা স্নেহ মমতা,
পড়ি পাগল পঞ্চ মাথা সবাই দাতা চিরকেলে।
দেখিছ মা ত্রিনয়নে, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পানে,
তারিতে তাপিত জনে, ব্যথা লাগে হৃদ্‌কমলে,
শিয়রে দাঁড়ায়ে শমন, দেখায় মা বিকট বদন,
এবনি বধিবে জীবন রাখ মা চরণ তলে॥

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

এস, কে, লাহিড়ী কোম্পানী।

স্কুল ও কলেজের পাঠ্য পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

৫৪নং কলেজ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

যত প্রকার স্কুলবুক আছে তাহা আমাদের নিকট সুলভ মূল্যে প্রাপ্তব্য। ছবির বই, ম্যাপ, বালকবালিকাদিগের জন্য প্রাইজের বই সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ থাকে ও বিলাত হইতে আনাইয়া থাকি। বিলাতি সকল সংবাদ পত্র, বিলাতে বালিকাস্কুল সমূহের জর্নাল ও সেখানকার পাঠ্যপুস্তকাদিও আমরা এদেশের বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের ও অপরের জন্য সর্ব্বদাই আনাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। সকল প্রকার ইংরাজি বাঙ্গালা হস্তলিপি ও পুস্তকাদি আমরা ছাপাইতে ও প্রকাশ করিতে এবং তৎসম্বন্ধে প্রকাশকের যাহা যাহা করা উচিত, তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের দ্বারা প্রকাশিত ও আমাদের এখানে বিক্রয়ার্থ পুস্তকাদির তালিকা চাহিলে তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইয়া থাকে।

SPECIAL BARGAIN!

A

SPLENDID

ASSORTMENT

OF

Assam Silks

SOLD IN PIECES. PRICES ACCORDING TO QUALITY.

AND ALSO OF

LEEMANN and GATTY'S

COTTON TWEEDS.

NOTED FOR

Fast Dyes, Nice Designs and Durability.

Assam Silk Coat for Rs. 11. each.

Cotton Tweed Coat for Rs. 6 „

FIRST CLASS LONDON CUTTER.

K. M. DEY & CO.,

45, *Radha Bazar Street, Calcutta.*

শ্রীশ্রীদুর্গা—সহায়।

শ্রীদুর্গাদাস গুপ্ত কবিরাজ।

৭৯নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

যে সমস্ত উৎকট রোগগ্রস্থ রোগীর নানাবিধ চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই সেই সমস্ত রোগীদিগকে ফুরাইয়া লইয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

আরও আয়ুর্ব্বেদ মতে তৈল, ঔষধ, ঘৃত, মোদক ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। বিদেশী শিক্ষার্থী বালকদিগকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

অবলা জীবন—এই ঔষধটী বটবৃক্ষ হইতে আবিষ্কার হইয়াছে। ইহা ৪।৫ দিন সেবনে স্ত্রীলোকের অতি প্রবল রক্ত প্রদর রোগ আরাম হয়। রক্ত প্রদর রোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কার হয় নাই। আমি উক্ত রোগ ফুরাইয়া লইয়া চিকিৎসা করিতে প্রস্তুত আছি। আরো ইহাতে শ্বেতপ্রদর, সপুচ্ছ ধাতুপড়া, কাপড়ে দাগলাগা, বাধক বেদনা ও জরায়ু দোষ মাত্রই আরাম হয়। যাঁহার কোন ঔষধে উপকার হয় নাই বা অনেক দিন রোগে ভুগিয়া অস্থি মাত্র আছে তিনি যেন একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

বটীকা ও আসব দুই প্রকার প্রস্তুত হইয়াছে মূল্য ৭ মাত্রা ২, দুই টাকা।

সমস্ত ঔষধের বিবরণ আমাদের বিজ্ঞাপন পুস্তকে পাইবেন।

শ্বেতচূর্ণ।—পুরাতন গ্রহণী, রক্তামাশয়, অজীর্ণ, সংগ্রহ-গ্রহণী প্রভৃতি রোগে অমৃত তুল্য। ইহার ন্যায় পোষ্টাই ঔষধ আর নাই। চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। প্রতি সপ্তাহ ২৲ দুই টাকা।

মকরধ্বজ বটী।—ইহা কয়েকটী মহামূল্য ধাতুভস্ম ও গাছ গাছড়া দ্বারা প্রস্তুত। স্বপ্নবিকার নিবারণ করিতে, ধারণা ও উত্তেজনা শক্তি বৃদ্ধি করিতে ইহার অসাধারণ ক্ষমতা। আর যে কোন কারণে প্রমেহ, বহুমূত্র, পুরুষত্ব হানি এবং অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে শুক্রপাত নিবারণের মহৌষধ। এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এক সপ্তাহ ২৲ টাকা।

এই সমস্ত ঔষধ ভিঃ পি তে পাঠান হয়।

স্বর্ণ মেডেল ও সর্ব্বোচ্চ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত।

শুক্রপীড়াদির একমাত্র মহৌষধ।

মেহ ও শুক্রবিকার জনিত যাবতীয় ব্যাধি শরীর ও মন উভয়েরই পরম শত্রু। রক্তশোষী, অদম্য ভূতযোনীর ন্যায় ইহা নবীন যুবকগণকে প্রতিপলেই বিমর্ষ, দুর্ব্বল করে, দেহের সারাংশ শোষণ করে—অকাল মরণের পথে আহ্বান করিতে থাকে।

ওজঃ ক্ষয় হেতু বয়স্কগণও সমূহ কষ্ট পাইয়া থাকেন। মরু ভূমির তপ্ত বায়ু যেমন সরস শ্যামল লতাকে দগ্ধ বিশুষ্ক করিয়া ফেলে, ধাতুরোগও সেইরূপ জীবনের সুখশান্তি বিনষ্ট করে,—সুখের জীবনে বিষের প্রবাহ ঢালিয়া দেয়।

রেতঃ পীড়া উচ্চনীচ বিচার করে না—মৃত্যু ও অবস্থা বিপর্য্যয়ের ন্যায় ইহাও সকলকে সমভাবে আক্রমণ করে। অশেষ যন্ত্রণা, দেহ ও মনের সর্ব্বনাশ, নিত্য নূতন উপসর্গ, হতাশ, উন্মত্ততা ও অকাল মরণ ইহার দুর্নিবার সহচর।

সময় থাকিতে আমাদের মেওরেসের আশ্রয় লউন। এমন প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, সত্বর, সহজে ও গোপনে আরোগ্যকারী ঔষধ আর নাই। রোগে বা সুস্থশরীরে সেবনে স্নায়ু ও ধাতু সবল হয়। ইহা মাতৃস্তন্যের ন্যায় বিশুদ্ধ এবং কল্যাণজনক।

মূল্য প্রতি শিশি একটাকা মাত্র।

পাইবার একমাত্র ঠিকানাঃ—

জে, সি, মুখার্জী—ম্যানেজার।
ভিক্টোরিয়া কেমিকেল ওয়ার্কস।
রাণাঘাট—বেঙ্গল।

প্রাপ্তি স্বীকার।

(১) বসুমতী; (২) প্রতিবাসী; (৩) এডুকেশন গেজেট; (৪) চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ; (৫) আলোচনা; (৬) সঞ্জীবনী; (৭) নব্য ভারত; (৮) মহাভারত নাট্যকাব্য; (৯) প্রদীপ; (১০) মুকুল; (১১) বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী; (১২) The Behar News; (১৩) সৎসঙ্গ; (১৪) উদ্বোধন; (১৫) সোম প্রকাশ; (১৬) কমলা; (১৭) অন্তঃপুর; (১৮) পূর্ণিমা; (১৯) ফরিদপুর হিতৈষিণী; (২০) ঢাকা গেজেট; (২১) চিকিৎসক; (২২) The City Times; (২৩) তত্ত্ববোধিনী; (২৪) নির্ম্মাল্য; (২৫) তত্ত্বমঞ্জরী; (২৬) ঋষি; (২৭) পুণ্য; (২৮) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা; (২৯) বিকাশ; (৩০) দারোগার দপ্তর।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাবু হরিহর সেন,	চন্দন নগর	১৷৷০
,, জ্ঞানেন্দ্র নাথ বক্সি	কলিকাতা	১৲
,, যতীন্দ্র নাথ মজুমদার	,,	১৲
,, বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য,	গরলগাছা	১৷৷০
,, অজিত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়,	শিবপুর	১৷৷০
,, মতিলাল রাহা,	এসেনসোল	১৷৷০
,, গোষ্ঠ বিহারী দাস,	কলিকাতা	১৷৷০
,, পরেশ চন্দ্র সোম,	,,	১৲
,, পরমানন্দ মণ্ডল,	ভবানীপুর	১৷৷০
,, কৈলাস চন্দ্র ঘটক,	দিনাজপুর	১৷৷০
,, সুরথ নাথ বিশ্বাস,	কলিকাতা	১৷৷০
,, কুঞ্জ বিহারী চক্রবর্ত্তী,	ইরফালা	১৷৷০
,, গোবিন্দ প্রসাদ চক্রবর্ত্তী,	কাসিম বাজার	১৷৷০
,, চারু চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	কলিকাতা	১৷৷০
,, খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	,,	১৷৷০
,, কামিনী নাথ রায়	,,	১৷৷০

ক্রমশঃ।

কিং এণ্ড কোম্পানী

নিউ হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাসি

৮৩ নং হারিসন রোড, (কলেজ ষ্ট্রীট জংসন) কলিকাতা।

সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের সাহায্যে আমরা এই নূতন হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়টী খুলিয়াছি।

উত্তম ও অকৃত্রিম ঔষধ ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি।

ঔষধ সস্তা বিক্রয় করিতে গিয়া পুরাতন ও কৃত্রিম ঔষধ সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে এই কারখানা খোলা হয় নাই।

ঔষধ যাহাতে উৎকৃষ্ট ও টাট্‌কা হয় তাহাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

	১ড্রাম	২ড্রাম
মাদারটিংচার	।৵০	৷৵০
১—১২ ক্রম	—।০	।৵০
৩০ পর্য্যন্ত	—।৵০	৷০

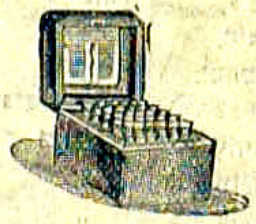

১২ শিশি ঔষধ ও পুস্তকসহ ওলাউঠা চিকিৎসার বাক্স ৫৷০

২৪ শিশি ঔষধ ও পুস্তকসহ গার্হস্থ চিকিৎসার বাক্স ৮৵০ (ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্রসমেত)।

উত্তম, বৃহৎ ও নানা প্রকারের মেহগিনি কাঠের বাক্স ও ঔষধ সর্ব্বদা প্রস্তুত।

ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠান হয়।

১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৮৯৯।

দুইখানি ছবি (পদ্য) ... ৭০৫

কবি কিট্‌স ... ৭০৬

দুইটি চিত্র ... ৭১৭

পরিচয় (পদ্য) ... ৭৩৫

প্রদীপ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

উপেক্ষিত (গল্প) ... ৭৩৭

রেলপথ ... ৭৫৬

ফুলের সাজি ... ৭৬২

বিবিধ প্রসঙ্গ ... ৭৬৬

সাহিত্য-সেবক-সমিতি হইতে প্রকাশিত।

(৩২।৭, বিডন ষ্ট্রীট, ৺প্যারিচরণ সরকার মহাশয়ের বাটী)

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য তিন আনা মাত্র।

২৯ নং বিডন্ ষ্ট্রীট, এল্‌ম্ প্রেসে মুদ্রিত।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

এই সংখ্যার লেখক ও লেখিকাগণের নাম।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্, এ,। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার। শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ, বি, এ,। শ্রীরসময় লাহা। শ্রীসরোজনাথ ঘোষ। শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত। শ্রীঅটল বিহারী দাস। শ্রীমতী চঞ্চলা বালা দাসী। শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী। শ্রীহরিহর শেট। শ্রীচন্দ্র কুমার বসু। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী। শ্রীগিরিজা কুমার বসু, প্রভৃতি।

প্রয়াস সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

১। সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই "প্রয়াসের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র। নমুনা চাহিলে ৶১০ সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিতে হয়। যদি কেহ এককালে পাঁচ জন গ্রাহকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে তিনি বিনামূল্যে এক বৎসর "প্রয়াস" ঘরে বসিয়া পাইবেন।

২। "প্রয়াস" প্রতি ইংরাজী মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যথাকালে কাগজ না পাইলে তাহার পর সংখ্যা কাগজ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। তৎপরে আমরা দায়ী হইব না। ডাকঘরের ত্রুটিতে অনেক সময় কাগজ পত্রের বড়ই গোলযোগ হয়। আমাদিগকে জানাইবার পূর্ব্বে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া স্থানীয় ডাকঘরে একবার অনুসন্ধান করিবেন।

৩। গ্রাহকগণ কোন চিঠির উত্তর প্রত্যাশা করিলে, রিপ্লাই পোষ্টকার্ড বা টিকিট সহ চিঠি লিখিবেন।

৪। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম বা অন্য কিছু জানিতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিতে হইবে। মণিঅর্ডার শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ মিত্রের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫। প্রয়াসের যে কোনও গ্রাহক নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিতে পারিবেন।

৬। প্রয়াসে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধাদি ও নিরপেক্ষ সমালোচনা প্রকাশিত হইবে। নবীন লেখকদিগকে উৎসাহ প্রদান প্রয়াসের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও যোগ্যতার বিচার না করিয়া উৎসাহ দান অসম্ভব একথা যেন সকলের স্মরণ থাকে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

সাহিত্য-সেবক-সমিতি,
(স্বর্গীয় প্যারিচরণ সরকার মহাশয়ের বাটী)
৩২।৭ নং বিডন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রয়াস প্রকাশকের অনুমত্যানুসারে এস্, কে, সাহা দ্বারা এল্‌ম্ প্রেসে মুদ্রি